সিরিয়া এখন বাশার আল আসাদ মুক্ত, ঘোষণা বিদ্রোহীদের

সারে-জমিন

শিশু কন্যাকে খুন করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাবার

রূপসী বাংলা

বেগম রোকেয়া: বাধা না মানা আলোর পথে এক যাত্রী

সম্পাদকীয়

‘বাঙালির শিক্ষক দিবস’ স্বীকৃতি দাবি রোকেয়ার জন্মদিনে

সাধারণ

ভারতকে হারাতে কখনো এত কম বল লাগেনি অস্ট্রেলিয়ার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৯ ডিসেম্বর, ২০২৪
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 332 ■ Daily APONZONE ■ 9 December 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

‘ইন্ডিয়া’য় মমতার নেতৃত্ব নিয়ে কোনও আপত্তি নেই: তেজস্বী যাদব

আপনজন ডেস্ক: আরজেডি নেতা এবং বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব রবিবার বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ভারতীয় ব্লকের কোনও প্রবীণ নেতার নেতৃত্ব দিতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই ঐকমত্যের মাধ্যমে পৌঁছানো উচিত। তেজস্বী যাদব সাংবাদিকদের বলেন, ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেনি ও সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি বলেন, মমতার নেতৃত্ব নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে নেতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একসঙ্গে বসে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদব বলেন, আমরা এখনও অবশ্য সম্মিলিতভাবে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে কে নেতা হবেন এবং ভবিষ্যতের রোডম্যাপ নিয়ে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেটা হবে ঐকমত্যের মাধ্যমে।

‘পিস’-এর বার্ষিক সম্মেলন আলিয়ার অডিটোরিয়ামে

ওয়াকফ বিল মুসলিমদের জন্য বড় বিপদ: শহীদুল্লাহ মুন্সী

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের সংখ্যালঘু সরকারি চাকরিজীবীদের সংগঠন প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট বা ‘পিস’-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে। এদিনের সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা ওয়াকফ বিল থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন, সংখ্যালঘু সমস্যা প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণের পথ নিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে চলমান কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ বিল প্রসঙ্গ আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পায়। এ ব্যাপারে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সী ওয়াকফ বিলের বিপদ ও তার বিরোধিতা করা কেন সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনীয়তা তার উপর আলোকপাত করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘুদের জন্য অতিব ক্ষতিকারক। শহীদুল্লাহ মুন্সীর মতে, সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের যে মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারের দায়বদ্ধতা থাকা দরকার। বিভিন্ন রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড বৃত্তি থেকে শুরু করে সংখ্যালঘুদের কল্যাণে নানা বিধ কর্মসূচি সরকারের সেই

দায়বদ্ধতার অনেকটাই মিটিয়ে দেয়। তাই ওয়াকফ বোর্ড প্রকারান্তরে সরকারকেই সহযোগিতা করেছে। অথচ ওয়াকফ সংশোধনী বিল ওয়াকফ বোর্ডের কল্যাণকর কাজে হস্তক্ষেপ করবে। তিনি বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল সাচার কমিটির সুপারিশের পরিপন্থী। সাচার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংখ্যালঘু সমাজের বিশিষ্টজনদের ওয়াকফ বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। অথচ, ওয়াকফ বিলে ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হয়েছে। শহীদুল্লাহ মুন্সী বলেন, মনমোহন সিংয়ের আমলে সাচার কমিটি সংখ্যালঘুদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধানের পর তাদের উত্তরণে যে সুপারিশ করেছে, তা মানা হচ্ছে না। এব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাজেটে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে যেখানে ১০ কোটি টাকা বরাদ্ধ ছিল তা দুকোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। যা সাচার কমিটির সুপারিশের চরম উল্লংঘন। এছাড়া, সাচার কমিটি ওয়াকফ সম্পত্তি বেদখল রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বললেও ওয়াকফ বিলের নতুন নিয়মে বেদখল হওয়া ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। শহীদুল্লাহ মুন্সী আরও বলেন, মুসলিমরা তাদের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি সাধারণত কওমের স্বার্থে ওয়াকফ করে থাকেন। ওয়াকফ সংশোধনী বিল সেই স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কারণ, ওয়াকফ বিল বাস্তবায়িত হলে যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ওয়াকফ করা তা বরবাদ হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, বাচ্চা না কাঁদলে মা দুধ দেয় না। তাই সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিরসনে সোচ্চার হতে হবে। রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান বলেন, ইসলাম সব ধর্মকে সম্মানের কথা বলেছে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান যে কোনও মানুষ অত্যাচারিত হলে ইসলাম সরব হওয়ার শিক্ষা দেয়।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের সিইও আহসান আলি বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তির কেয়ারটেকার হলেন মাতোয়াল্লি। অথচ, বহু মাতোয়াল্লি নিজেকে মালিক ভাবেন। তাই বহু সম্পত্তি অনেক মাতোয়াল্লির কারণে অন্যের দখলে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, একবার সম্পত্তি ওয়াকফ করলে তা আর নিজের থাকে না, তা আল্লাহর সম্পত্তি হয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন বক্তা সংখ্যালঘুদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং উত্তরণের কথাও বলেন।

এদিনের সম্মেলনে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলিয়ার প্রাক্তন রেজিস্ট্রার নুরুস সালাম, দৈনিক আপনজন পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক, আইনজীবী শামিম ফিরদৌস, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, মোখলেসুর রহমান, সাইফুল্লাহ শামিম, সাজ্জাদ হোসেন, শাহরিয়ার উদ্দিন, উমর ফারুক, শেখ মাতিন, ইমতিয়াজ আহমেদ, পিসের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল হাদি, কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ আহমেদ খান, হাসিবুর রহমান প্রমুখ। এদিন মনিরুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আর মেহেদি হাসানের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

‘শত্রু সম্পত্তি’ ঘোষণা করে মুজাফফরনগর মসজিদ খালি করার নির্দেশে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: সম্ভল ও বাদাউন মসজিদের পর এবার উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগর শহরে আরও একটি মসজিদ বিতর্কের মুখে পড়েছে, যখন এটি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের জমিতে অবস্থিত এবং ১৯৬৮ সালের শত্রু সম্পত্তি আইনের অধীনে এটিকে ‘শত্রু সম্পত্তি’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

সূত্রের খবর, গেরুয়া শিবিরের স্থানীয় নেতা সঞ্জয় অরোরা জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করে দাবি করেন, মুজফফরনগর রেল স্টেশনের সামনে অবস্থিত মসজিদটি লিয়াকত আলি খান ও তাঁর পরিবারের নামে ওই জমিতে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি তার অভিযোগে দাবি করেন, জমিটি ‘শত্রু সম্পত্তি’ হওয়ায় মসজিদটি এবং এর পাশে নির্মিত চারটি দোকান অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এটি ১৯৬৮ সালের শত্রু সম্পত্তি আইন অনুসারে অধিগ্রহণ করা উচিত।

মুসলিম পক্ষ জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল যে ১৯৩০ সালে খান ও তাঁর পরিবার জমিটি ওয়াকফকে দান করেছিলেন। সূত্র জানিয়েছে যে বিষয়টি জেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খতিয়ে দেখেছেন এবং মুসলিম পক্ষের দেওয়া নথিগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি লিয়াকত আলী খান এবং

তার পরিবারের অন্তর্গত। পরে এটিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সূত্রের খবর, জেলার আধিকারিকরা মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ও দোকানের মালিকদের নোটিস পাঠিয়ে বাড়ি খালি করার কথা ভাবছিলেন। মুজফফরনগরের এক জেলা আধিকারিক বলেন, “নোটিশের পরেও দখলদাররা জমি খালি না করলে আমরা আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করব।

মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ কাশ্যপ জানিয়েছেন, দিল্লির শত্রু সম্পত্তি অফিসের একটি দল সমীক্ষা ও তদন্ত চালিয়েছিল। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে মসজিদসহ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। একটি নোটিশ জারি করা হবে, এবং সমস্যার সমাধান না হলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা মুজিবুল ইসলাম জানান, জমি খালি করার আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আদালতে যাবেন।

রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠনের আহ্বায়ক অরোরা বলেন, ওই চত্বরকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণার দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে।

সাম্প্রতিক অতীতে সম্ভলের একটি মসজিদে আদালতের নির্দেশে সহিংসতার পরে বেশ কয়েকটি মসজিদ বিতর্কে জড়িয়েছে, যেখানে চারজন নিহত এবং বহু লোক আহত হয়েছে। বাদাউনের একটি মসজিদ আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে, যখন একটি হিন্দু সংগঠন দাবি করে যে মুসলিম শাসকরা একটি শিব মন্দির ধ্বংস করে এটি নির্মাণ করেছে এবং এর মালিকানা চেয়ে জেলা আদালতে আবেদন করেছে।

বারাণসীর একটি পুরনো কলেজের ভিতরে অবস্থিত একটি মসজিদ অপসারণেরও দাবি জানিয়েছে হিন্দু সংগঠনগুলি।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

৮০ বছরের শাশুড়িকে পুড়িয়ে মারল বৌমা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: ছুটির সকালে হঠাৎ পাশের বাড়িতে ছোট্ট একটা বাজি ফাটার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন পড়শিরা।কিন্তু তাতে বিশেষ একটা কেউ আমল দেননি। তারপরে যে দৃশ্য ফুঁটে উঠল গা ছমছম করে উঠল।বিকট চামড়া পোড়া গন্ধ,আর কালো ধোঁয়া গ্রাস করে নিয়েছে এলাকাকে।এমন ঘটনা ঘটবে তা ভাবতেও পারছেন না প্রতিবেশীরা,এমন নৃশংসতা বৌমা ঘটাবে তা কল্পনার বাইরে।বৌমা শাশুড়ির সম্পর্ক যে ভাল না,তা প্রতিবেশীরা জানতেন।এই ঘটনার খবর পেয়ে সুতাহাটার পুলিশ হোড়খালী অঞ্চলের পার্বতীপুর উওর গ্রামে যায় পুতুলরানি দাসের বাড়িতে, সেখানেই পুলিশ দেখেন ঘর থেকেই বেরোচ্ছে ধোঁয়া আর সঙ্গে বিকট গন্ধ।ঘরের ভিতরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধার ঝলসে যাওয়া দেহ পড়ে আছে,পুলিশ দেহ উদ্ধার করেন। বউমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে হাত পা বেঁধে শাশুড়িকে দরজা বন্ধ করে পুড়িয়ে মেরেছে,ঐদিন বাড়িতে কেউ না থাকায় কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেন শাশুড়িকে। পুলিশ জানায় মৃতার নাম রাজুবালা দাস। বয়স প্রায় ৮০বছর। প্রতিবেশীরা বলে,ঘরে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন শাশুড়ি,তখনি বৌমা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। বৃদ্ধার দেহ ময়না তদন্তের জন্য হলদিয়া সাব ডিভিশন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রাজখোলা দরবারে সভা

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: রবিবার রাজখোলা সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফে হযরত মোজাদ্দেদ আল ফিসানি রহ এঁর স্মরণে মহান ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।পীর আল্লামা শাহসুফি জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী প্রতিষ্ঠিত এই সভায় গদ্দিনশীন পীর মহিউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা সৈয়দ আলমগীর হোসেন, পীরজাদা সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন সিদ্দিকী আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসাবে আখেরি দোয়া করেন। বিশ্ব শান্তির জন্য এবং নিরীহ অসহায় মানুষের প্রার্থনা করেছেন।সভার উদ্দোগে ছিলেন মহম্মদ নিজাম উদ্দিন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় বোর্ড দখল করে নিল তৃণমূল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগরের বেনীপুর তেজসিংহপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল নিলো শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। গত শনিবার কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনের নমিনেশনের ফর্ম জমা দেয়ার শেষ দিন ছিল।কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শাসক দল ছাড়া বিরোধী কোনো দল নমিনেশন ফর্ম জমা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। নির্বাচন কমিশন অনুযায়ী নমিনেশন শেষ দিন পর্যন্ত কোনো দল যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন তাহলে যে দল নমিনেশন করবেন সেই দল কে জয়ী ঘোষণা করেন।সেই মত শাসক দল তৃণমূলের নয় সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। সেই জয়ের জন্য এদিন বিজয়ের পর বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়েন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। এই বিজয় উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাণীনগর বিধানসভার বিধায়ক সৌমিক হোসেন, রাণীনগর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহবুব মুর্শিদ, রাণীনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলী,সহ একাধিক নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মী সমর্থক গণ।
বিধায়ক সৌমিক হোসেন বলেন তৃণমূলের উন্নয়নের ধারা দেখেই বিরোধীরা নমিনেশন করেননি, আর সেই কারণেই এই বিশাল জয়।আগামীতে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী কোনো দল থাকবে না রানীনগরে।

রাস্তার ধারের অবৈধ দোকান আগেই ভাঙা উচিত ছিল: বিধায়ক

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলি জেলার চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন রাস্তার ধারে সাধারণ মানুষের দোকান ভাঙতে না দেওয়ার বিষয়টি ছিল তার একটি বড় ভুল। তিনি বলেন, এই ভুলের জন্য এলাকার সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে এবং তিনি এবার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।
কোদালিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নলডাঙ্গা অঞ্চলে জিটি রোড সংলগ্ন এলাকায় পিডব্লিউডি-র ড্রেনের উপর অবৈধভাবে দোকান ও বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ফনি ঘোষ মিত্র প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে এইসব স্থাপনা তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "একজন মানুষের জন্য পুরো এলাকা ডুবে যাবে, এটা হতে দেব না।" তিনি দাবি করেন, অবৈধ দখলের কারণে পিডব্লিউডি-র হাইড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে বর্ষাকালে এলাকায় জলাবদ্ধতার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই জলাবদ্ধতার কারণে কোদালিয়া ২-এর সাধারণ মানুষের বাড়িঘরেও জল ঢুকে যাচ্ছে। তিনি এও বলেন, যেসব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এটি নজরদারি করার দায়িত্ব ছিল, তারাও যদি উদাসীন হয়ে থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এই বিষয়টি নতুন নয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ড্রেন দখল করে কংক্রিটের দোকান ও বাড়ি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে কেন কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, সে প্রশ্নই এখন উঠছে। যদি এই অবৈধ নির্মাণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন দায়ী হয়, তবে সেই সময়ে বিধায়ক বা স্থানীয় নেতৃত্ব কেন নীরব ছিল?
এ বিষয়ে বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে এলাকার ড্রেন সংস্কার করা হবে এবং যারা এইসব দখলের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমি এই অন্যায় মেনে নেব না। এখন থেকে প্রতিটি অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব।"

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: প্রাইভেট স্কুল অ্যাসোসিয়েশন, মুর্শিদাবাদ এর আয়োজনে ৮ ডিসেম্বর বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হল মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ২০২৪ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য । মুর্শিদাবাদ জেলার ৬ টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । গত ১৭ নভেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ ডিসেম্বর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় । মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ২০২৪-এ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে জলঙ্গি ব্লকের আদর্শ শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রী শবনব মোস্তারি । সর্বোচ্চ ১০ জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে যেসব শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান- আল হুদা মডেল মিশন, কাশীপুর আজমল একাডেমী, ডুবোপাড়া মডেল স্কুল, আল ইকরা মিশন । এছাড়াও সেরা দশের মধ্যে স্থান করে আল মোমিন মিশন এর মুনতাসিন রৌনক, শক্তিপুর আলামিন মিশন এর নওয়াজ আলী। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকগণও। এদিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী জসীমউদ্দীন শেখ, প্রাইভেট স্কুল অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক শেখ মফেজুল, সহসভাপতি শেখ কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ গোলাবুর রহমান, সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা গণ

শিশু কন্যাকে পুকুরে ফেলে খুন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাবার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দিনটা ছিল ২০১৯ সালের ২৫শে নভেম্বর। মা মহিমা বিবি উনুনের পাশে রান্না করছিল, উঠুনে খেলা করছিল মাত্র ৭ মাস ৮ দিনের শিশু কন্যা সাইরিন খাতুন। সে সময় কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আল মামুন হক তার শিশুকন্যাকে তুলে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মায়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে ওই শিশুকে উদ্ধার করে নসিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় লালবাগ মর্গে। পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয় সাত মাসের ফুটফুটে ওই শিশু কন্যার। বছর পাঁচেক আগে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার জীবনপুর দাসপাড়া এলাকায়।
সেই ঘটনায় রানিতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত শিশুর মা মহিমা বিবি। পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত বাবা আল মামুন হক কে। শুরু হয় ঘটনার তদন্ত। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক গদাধর ঘোষাল তদন্ত শেষ করলেও ৮৭ দিনের মাথায় আদালতে চার্জশিট জমা করেন দ্বিতীয় তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক প্রদীপ্ত দাস। পুলিশের এই তৎপরতার প্রশংসা করে আদালত। এই মামলায় সরকারি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন তিনজন। পুলক মুখার্জি, আব্দুল খালেক এবং মোঃ নাসিম শেখ। তারা বলেন, 'মোট ১৫ জনের সাক্ষী গ্রহণ শেষে ৫ বছর ১১ দিনের মাথায় শুক্রবার আসামি আল মামুন হক কে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শনিবার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের অভিযোগে আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন লালবাগ দ্বিতীয় দ্রুত নিষ্পত্তি আদালতের বিচারক ঋষি কুশারী।' আসামিপক্ষের আইনজীবী সফিকুল ইসলাম বলেন, 'এই রায়ের প্রতিপক্ষে আমরা উচ্চ আদালতে যাব।' ঘটনা প্রসঙ্গে শিশু কন্যা সাইরিন খাতুনের মা বলেন, 'মেয়ে গর্ভাবস্থায় থাকতেই আমার স্বামী প্রায়ই বলত কন্যা সন্তান হলে খুন করব। এমনকি কয়েকবার আমার মেয়েকে প্রাণে মারার চেষ্টাও করেছিল। সেদিন হঠাৎ আমার সামনে থেকে আমার মেয়েকে নিয়ে পুকুরে ফেলে দিল। ওর শাস্তি হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। ফাঁসি হলে আরও বেশি খুশি হতাম।' যদিও রায় ঘোষণার পূর্বে আসামী আল মামুন হক বিচারকের সামনে দাবি করেন তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। তবে তা প্রমাণে ব্যর্থ হন তিনি। ফলে আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে সরকারি পক্ষের আইনজীবী নাসিম শেখ বলেন, 'সমাজ এরকম ধরনের অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না। সাজা ঘোষণার পর এই ধরনের ঘটনা কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করছি।'
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'দেরিতে হলেও বাবার হাতে শিশুকন্যা হত্যার বিচার পেয়েছে ওই শিশু কন্যার মা।'

ড্রেন নির্মাণের সূচনা সহ 'ওয়ার্ডে বিধায়ক' কর্মসূচি নারায়ণ গোস্বামীর

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: সাধারণ মানুষকে উন্নত পরিষেবা দানের লক্ষ্যে বিধায়কের জোড়া কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল অশোকনগরে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী রবিবার অশোকনগর বিধানসভার গুমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ড্রেন নির্মাণের সূচনা করেন। অন্যদিকে অশোকনগর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে সাধারণ বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার কথা জানতে "ওয়ার্ডে বিধায়ক" কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।
নভেম্বর মাসে প্রথম 'ওয়ার্ডে বিধায়ক' নারায়ণ গোস্বামীর নয়া উদ্যোগে উপকৃত হয়েছিল অশোকনগর পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ। রবিবার দ্বিতীয় 'ওয়ার্ডে বিধায়ক' কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া মিললো। বিধায়ককে হাতের নাগালে পেয়ে রাস্তা, পানীয় জল, ড্রেন, বার্ধক্য ভাতা, রুপশ্রী, বাড়ির সমস্যা, জমির রেকর্ড সহ ব্যক্তিগত সমস্যাও জানান অশোকনগর পৌরসভা ৯ নং ওয়ার্ডের সাধারণ বাসিন্দারা। সাধারণ মানুষের সমস্যার যথাযথ সমাধানের আশ্বাস দেন নারায়ণ গোস্বামী। জানা গিয়েছে,পর্যায়ক্রমিকভাবে অশোকনগর পৌরসভার ২৩ টি ওয়ার্ডেই এই কর্মসূচি হবে। অন্যদিকে এ দিন বিধায়ক নারায়ন গোস্বামী-র প্রচেষ্টায় জেলা পরিষদের অর্থানুকূলে গুমা ২ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নবপল্লী গ্রামে ছোট খাল হইতে তাজপুর মুসলিম পাড়া নিজামউদ্দিন মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয়েছে। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন নারায়ণ গোস্বামী। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনটি নির্মাণ করতে ব্যয় হবে ৮, ৪৭, ৩৫৯.০০ টাকা।

৪ তলার অনুমতি নিয়ে ৫ তলা বিল্ডিং তৈরি, কাঠগড়ায় প্রমোটার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রোমোটার রাজ, ৪ তলার অনুমতি নিয়ে ৫ তলা বিল্ডিং করার অভিযোগ। বে আইনি নির্মাণ ও আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জমির মালিক পক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতেই ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ, রাজনৈতিক বিতর্ক । ফের প্রোমোটার রাজের অভিযোগ উঠল সোনামুখী শহরে। পুরসভার আইন কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চার তলা বিল্ডিং এর অনুমতি নিয়ে প্রোমোটার দিব্যি হাঁকিয়ে বসেছিলেন পাঁচ তলা বিল্ডিং। প্রোমোটারের বিরুদ্ধে বে আইনি নির্মাণ ও আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জমির মালিক পক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতেই আদালত সবদিক খতিয়ে দেখে পুরসভাকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।
বাঁকুড়ার সোনামুখী পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সোনামুখী কলেজ সংলগ্ন এলাকায় গৌতম চক্রবর্তী ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ৩২ কাঠা জমি ছিল। জগদ্ধাত্রী কনস্ট্রাকশান নামের একটি নির্মাণ সংস্থা ওই জমির উপর ফ্ল্যাট তৈরীর জন্য জমির দুই মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে। পরে সেখানে একটি পাঁচ তলা বিল্ডিং ও তৈরী করে ওই নির্মাণ সংস্থা। নির্মাণকাজ চলার সময়ই জমির দুই মালিক প্রথমে সোনামুখী পুরসভায় এবং পরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ করেন ওই নির্মাণ সংস্থা সোনামুখী পুরসভা থেকে চার তলা বিল্ডিং এর অনুমতি নিয়ে বে আইনি ভাবে পাঁচ তলা বিল্ডিং নির্মাণ করেছে। শুধু তাই না জমির মালিক পক্ষের অভিযোগ তাঁদের সাথে আর্থিক ভাবে প্রতারণাও করেছে ওই সংস্থা। পুরসভা বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ না করলেও কলকাতা হাইকোর্ট অবিলম্বে অভিযোগ খতিয়ে দেখে সোনামুখী পুরসভাকে দুমাসের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু পুরসভার একেবারে নাকের ডগায় কীভাবে এমন অনুমতি বিহীন নির্মাণ করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
জমির মালিক পক্ষের দাবী নির্মাণকারী সংস্থাটি যথেষ্ট প্রভাবশালী। সেই প্রভাব খাটিয়েই চার তলা বিল্ডিং এর অনুমতি নিয়ে দিব্যি পাঁচ তলা বিল্ডিং এর নির্মাণ করেছে সংস্থাটি। তাঁদের সাথে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগেও সরব হয়েছেন তাঁরা। অনুমতি বহির্ভূত নির্মাণের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন নির্মাণ কারী সংস্থার মালিক। তবে তাঁর দাবী নির্মাণের আগেই তিনি সাত তলা বিল্ডিং তৈরীর অনুমতি চেয়ে পুরসভায় আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় পুরসভার সর্বাধিক চারতলা বিল্ডিং এরই অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। তাই চারতলা বিল্ডিং এর অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি বিল্ডিং প্ল্যান সহ অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখে পুরসভা স্পষ্টতই জানিয়েছিল যে সাত তলা পর্যন্ত নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। সেই নথির ভিত্তিতেই পাঁচ তলা বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। জমির মালিকদের তোলা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে নির্মাণকারী সংস্থাটি। আদালতের লিখিত নির্দেশ এখনো না মিললেও পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। পুরসভার দাবি বিষয়টি আদালতে গড়ানোর কারণে তাঁরা এতদিন হস্তক্ষেপ করেননি। এবার আদালতের নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে।

দলিল লেখক সমিতির বিশেষ অনুষ্ঠান

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া দলিল লেখক সমিতির উদ্যোগে মরনোত্তর আনুতোষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল রবিবার হরিহরপাড়া জাহাঙ্গীর অনুষ্ঠান বাড়িতে। জানা যায় দলিল লেখক বজলুল রহমান বিশ্বাস, হাজিনুর মোহাম্মদ শেখ, শংকর চক্রবর্তী তিনজনেই মারা গিয়েছেন। হরিহরপাড়া দলিল লেখক সমিতির পক্ষ থেকে ওই তিনজন মৃতের পরিবারকে ৭০ হাজার টাকা করে তুলে দেয়। এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির রাজ্য সভাপতি সেক গোলাম কুদ্দুস, রাজ্য দলিল লেখক সমিতির উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান তপন কুমার তেওয়াড়ি, হরিহরপাড়া দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ফকির মোহাম্মদ, হরিহরপাড়া দলিল লেখক সমিতির সেক্রেটারি মোঃ রুহুল আমিন। হরিহরপাড়া দলিল লেখক সমিতির সদস্যরা সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের সদস্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চিন্ময় প্রভুর নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে সভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পরিচালনায় রবিবার বিকালে বাংলাদেশে ইসকনের চিন্ময় প্রভুর নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে ও সেখানে সংখ্যালঘু অত্যাচার বন্ধের প্রতিবাদে জয়নগর থানার মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল।এদিন উত্তর দূর্গাপুর থেকে,জয়নগর তিলি পাড়া থেকে, জয়নগর মজিলপুর বুড়োর ঘাট থেকে ও জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুল মোড় থেকে মোট চারটে মিছিল এসে জয়নগর থানার মোড়ে জমায়েত হয়।এবং জয়নগর থানার মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এদিন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান ইউনুসের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়।এদিনের এই প্রতিবাদ সভায় বহু হিন্দু ধর্মের মানুষ অংশ নেন। এদিনের এই প্রতিবাদ সভা ঘিরে যেকোনো ধরনের গন্ডগোল এড়াতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল এদিন।

আবাস তালিকায় নামের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত সিটুর জেলা নেতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবাস তালিকায় নামের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হলেন সিটুর জেলা কাউন্সিল সদস্য। মালদহের মানিকচকের দক্ষিণ চাঁদপুর এলাকার ঘটনা। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক ব্লকের ভূতনীর দক্ষিণ চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লটিহারা এলাকায়। জানা গেছে, আক্রান্ত সিটু নেতার নাম দানেশ আলি। তিনি সিচুর মালদা জেলা কমিটির সদস্য। এদিন সকালে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবির আলি সহ তার পরিবারের লোকজনেরা মিলে দানেশ আলির উপর হামলা চালায় এবং ধারালো ছুরির আঘাতে তাকে গুরুতর জখম করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র কোরে দুই পরিবারের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। একে, অপরের উপর হামলা, পাল্টা হামলা চালায় বলে খবর। দুইপক্ষের লোকজনেরা একে, অপরের বাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটবৃষ্টি শুরু করে। বাইক ভাঙচুর করে। অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে দুপক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। তবে আহত সিটু নেতা দানেশ আলির অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে, মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনায় দানেশ আলির পরিবারবর্গ সহ মানিকচক ব্লকের সিটু নেতৃত্বের অভিযোগ, ভূতনীর দক্ষিণ চন্ডীপুরে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবির আলির আত্মীয়-স্বজন মিলে মোট ১২ জনের নাম আবাস তালিকায় রয়েছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে দানেশ আলি কিছুদিন আগেই বিডিও ও জেলাশাসককে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই আক্রোশবশত তার উপর স্থানীয় তৃণমূল নেতাকর্মীরা মিলে হামলা চালিয়ে তাকে গুরুতর জখম করেছে। তাই এই ঘটনায় জড়িতদের তারা শাস্তির দাবী জানাচ্ছেন।যদিও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি দীজেন মন্ডলের দাবী এটা কোন রাজনৈতিক ঝামেলা নয় । পুরনো জমি বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এবং অভিযুক্ত আবির আলি তাদের দলের করেন না। সমর্থক হতে পারেন এই ঘটনায় তৃণমূল জরিত নয় ।এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ভূতনী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ঘটনার তদন্ত নেমে মোট চারজনকে আটক করে বলে খবর।

চাপড়ায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে পড়ুয়াদের মিছিল

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সীমান্তবর্তী চাপড়ায় 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'প্রকল্পকে জনপ্রিয় করতে অভিনব উদ্যোগ চাপড়ায়। পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ ' প্রকল্প।সম্প্রতি নদীয়া জেলা বাইক এবং গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির হার কমাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল। চালকরা যাতে হেলমেট পড়ে বাইক চালান এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বিধি ও ট্রাফিক আইন মেনে চলেন তার জন্য সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।এমনকি হেলমেট ছাড়া পেট্রোল পাম্প থেকে তেল মিলবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়।পাশাপাশি বিধি না মানলে কড়া শাস্তির হুশিয়ারী দেওয়া হয়। তবুও তাতে হুঁশ ফেরেনি কারও। দেখা গিয়েছে , বেশির ভাগ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা গুরুতর জখম হওয়ার কারন মাথায় হেলমেট না থাকা। বারবার প্রচারেও কান না দিয়ে হেলমেট বিধি মানছেন না অনেকেই। রবিবার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাপড়া থানার এলেম নগর থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে একটি পদযাত্রার আয়োজন করে তেহট্ট ট্রাফিক পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তেহট্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর শিবাজী গুহ ও চাপড়া ট্রাফিক ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

প্রথম নজর

ধ্বংসলীলার মাঝেও কঠিন লড়াই ফিলিস্তিনি চিত্রশিল্পী মায়সার

আপনজন ডেস্ক: গাজার অপর নাম ধ্বংসপুরী। যেদিকে তাকানো যায় শুধু পড়ে রয়েছে মৃতদেহের সারি আর রক্তস্নাত মাটি। চারিদিকে ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না। এই ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও নিজের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মায়সা ইউসেফ নামের এক ফিলিস্তিনি নারী চিত্রশিল্পী। এই কঠিন সময়ে বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল হিসেবে নিজের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরেছেন। তার শখের চিত্রকর্মের মাধ্যমে নিজের প্রতিভা তুলে ধরছেন। এমনই দৃশ্য অবাক করল গোটা বিশ্ববাসীকে। ফিলিস্তিনি চিত্রশিল্পী মায়সা ইউসেফ এখনও কঠিন যুদ্ধের মধ্যে শিশুদের জন্য আর্ট সেশন করেন। তিনি মধ্য গাজার দেইর এল-বালাহতের বাসিন্দা। এই অঞ্চলটি ইজরায়েলি বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাড়িকে ঘিরে তিনি শখের স্টুডিও বানিয়েছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ফিলিস্তিনি শিশুরা ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও তার আর্ট স্টুডিওতে বসে আঁকা অনুশীলন করছেন। এদিকে মন দিয়ে সেশনের শিশুদের সময় দিচ্ছেন মায়সা। গাজায় চলমান ইজরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যে মায়সার এই লড়াই মন কেড়েছে বিবেকবান মানুষদের। যেভাবে ধ্বংসলীলার মাঝেও চিত্রশিল্পী মায়সা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অনেকেই। গত এক বছর পার হতে চলল, হামাসবিরোধী অভিযানের নামে এখনও গাজায় নির্বিচারে গণহত্যা করে চলেছে ইজরায়েল। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েল জুড়ে আকস্মিক হামলা হামাস সংগঠন। বন্দি করে নিয়ে যায় বহু ইজরায়েলি জনগনকে। এর প্রতিশোধ নিতে পাল্টা-প্রতিক্রিয়া জানাতে খুব বেশি সময় নেয়নি ইজরায়েল। এর পর থেকেই নৃশংস হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের বর্বর হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না নিরিহ শিশুরাও।

দামেস্কের পথে পথে উল্লাস, উমাইয়াদ স্কয়ারে জড়ো হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় সিরিয়ার ক্ষমতায় থাকা ‘স্বৈরশাসক’ বাসার আল-আসাদ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্কে ঢুকে পড়ায় আজ সকালে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে করে অজানা গন্তব্যে পালিয়ে যান তিনি। তার পালিয়ে যাওয়ার খবরে রাজধানীসহ সারা দেশে বিজয় উল্লাস করতে দেখা গেছে বিদ্রোহীদের। নানা স্লোগানে মেতেছেন দেশটির বাসিন্দারা। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ গাড়িতে এবং হেঁটে দামেস্কের প্রাণকেন্দ্র উমাইয়াদ স্কয়ারে জড়ো হচ্ছেন। ‘স্বাধীনতা’ নিয়ে নানা স্লোগান দিচ্ছেন তারা। অনলাইনে ভাইরাল হওয়া বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, দামেস্কের উমাইয়াদ স্কয়ারে বেশ কিছু লোক পরিত্যক্ত সামরিক ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং আনন্দ উদযাপনে গান গাইছেন। বিদ্রোহীরা বলছেন, আসাদ সরকারের নিপীড়নের শিকার শত শত মানুষ, যারা কারাবন্দি ও বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন, তারা এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারেন। দামেস্কের সেদনায়া কারাগার থেকে সাড়ে তিন হাজারের বেশি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে জানান বিদ্রোহী কমান্ডার হাসান আবদুল ঘানি। সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা বলেছে, বিদ্রোহীদের হাতে দামেস্কের পতন হয়েছে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের ২৪ বছরের শাসনের অবসান আসলেই হয়েছে কি না সেটিও বলা যাচ্ছে না। তবে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামের একটি ইসলামিক সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা এই অভিযানের নেতৃত্বে আছে, তাদের টেলিগ্রাম হ্যান্ডেলে বলেছে, এর মাধ্যমে একটি অন্ধকার যুগের অবসান ঘটেছে এবং এক নতুন যুগের সূচনা ঘটেছে।

সিরিয়া এখন মুক্ত, ঘোষণা বিদ্রোহীদের

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়াকে ‘মুক্ত’ ঘোষণা করলেন দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামস (এইচটিএস)। স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ রাজধানী দামেস্ক থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর গোষ্ঠীটি এই ঘোষণা দেয়। রোববার সকালে এইচটিএস এক টেলিগ্রাম পোস্টে বলে, স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদ পালিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি এবং নতুন যুগের সূচনা হলো।
বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি ঘোষণা দেয়, আসাদ সরকারের অর্ধ শতাব্দীর শাসনামলে বাস্তুচ্যুত বা কারাগারে বন্দি সিরিয়ানরা এখন ঘরে ফিরতে পারবেন। এটি হবে একটি ‘নতুন সিরিয়া’, যেখানে সবাই শান্তিতে বসবাস করবে এবং ন্যায়বিচারের জয় হবে”, জানায় এইচটিএস।
বাশার আল-আসাদের পালানোর খবর শোনার পরই উদযাপন শুরু করেন বিদ্রোহীরা।
এর আগে রোববার ভোরে বিমানে করে পালিয়ে যান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ।
হোমস শহর দখলের পর বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্কে ঢুকতে শুরু করতেই বিমানে করে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে উড়াল দেন তিনি।
যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (এসওএইচআর) জানিয়েছে, দামেস্ক বিমানবন্দর থেকে একটি ব্যক্তিগত বিমান উড্ডয়ন করে। সম্ভবত বাশার আল-আসাদ ওই বিমানে করেই পালিয়েছেন। বিমানবন্দরে সরকারি বাহিনীর সদস্যরা বিদায় জানানোর পর সেটি উড্ডয়ন করে।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, হোমস শহর নিয়ন্ত্রণের নেয়ার পর কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই রাজধানী দামেস্কে ঢুকতে শুরু করেন বিদ্রোহী যোদ্ধারা।

আসাদ সরকার পতনের মাস্টার মাইন্ড কে এই জোলানি?

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের ২৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)। সংগঠনটির প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি। রোববার (৮ ডিসেম্বর) এইচটিএস এক বিবৃতিতে সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের ঘোষণা দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, জালিম শাসক বাশার আল-আসাদ দেশ থেকে পালিয়েছেন। সিরিয়া এখন মুক্ত। এর মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি হলো। আর সূচনা হলো একটি নতুন যুগের। বাশার আল-আসাদের দেশ থেকে পালানো, তার টানা দুই যুগের সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে এইচটিএসের প্রধান জোলানিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই বিদ্রোহী নেতার অতীত-বর্তমান নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। আবু মোহাম্মদ আল-জোলানির আসল নাম আহমেদ হুসাইন আল-শারা। ১৯৮২ সালে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার বাবা সেখানে পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৮৯ সালে তার পরিবার সিরিয়ায় ফিরে আসে। দামেস্কের অদূরে বসতি স্থাপন করে। আবু মোহাম্মদ আল-জোলানির আসল নাম আহমেদ হুসাইন আল-শারা। ১৯৮২ সালে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার বাবা সেখানে পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৮৯ সালে তার পরিবার সিরিয়ায় ফিরে আসে। দামেস্কের অদূরে বসতি স্থাপন করে। দামেস্কে থাকাকালে জোলানি কী করতেন, তা জানা যায় না। ২০০৩ সালে সিরিয়া থেকে ইরাকে এসে তিনি আল-কায়েদায় যোগ দেন। এই বছরই ইরাকে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তিনি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। তখন থেকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে জোলানি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হন। পাঁচ বছর আটক থাকেন। গণতন্ত্রের দাবিতে ২০১১ সালে সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ দমনে বাশার আল-আসাদ সহিংসতার পথ বেছে নেন। এর জেরে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় জোলানি ছাড়া পান। এরপর তার নেতৃত্বে সিরিয়ায় আল-কায়েদার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আল-নুসরা ফ্রন্ট নামে পরিচিত। সশস্ত্র গোষ্ঠীটি সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে, বিশেষত ইদলিবে শক্তিশালী হতে থাকে। প্রথম দিকের কয়েক বছর জোলানি আবু বকর আল-বাগদাদির সঙ্গে কাজ করেন। বাগদাদি ছিলেন ইরাকের ইসলামিক স্টেটের (আইএস) প্রধান। এই সশস্ত্র গোষ্ঠী পরে আইএসআইএল (আইএসআইএস) নাম ধারণ করে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে বাগদাদি আকস্মিকভাবে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন। সিরিয়ায় নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধিতে কাজ শুরু করেন। একটা পর্যায়ে আইএসআইএল আল-নুসরা ফ্রন্টকে বেশ ভালোভাবে নিজেদের সঙ্গে একীভূত করে ফেলে। তখনই আইএসআইএলের জন্ম হয়।
পর্যবেক্ষকদের মতে, বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ‘সবচেয়ে কার্যকর’ ভূমিকা পালন করেছে এইচটিএস ও এর প্রধান জোলানি। জোলানি এ পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ অবস্থায় ২০১৪ সালে আল-জাজিরাকে প্রথমবারের মতো টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেন জোলানি। এতে তিনি বলেছিলেন, তার গোষ্ঠী ‘ইসলামিক আইনের’ যে ব্যাখ্যা দেবে, সিরিয়া সেই অনুযায়ী শাসিত হবে। তবে কয়েক বছর পর জোলানির মধ্যে পরিবর্তন আসে। তিনি আল-কায়েদার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোয় ‘বিশ্বব্যাপী খেলাফত’ প্রতিষ্ঠার প্রকল্প থেকে সরে আসেন। এমন কিছুর পরিবর্তে সিরিয়া সীমান্তের ভেতরে নিজের গোষ্ঠীর তৎপরতা সীমাবদ্ধ করেন জোলানি। জোলানির এ পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তারা মনে করেন, এর মধ্য দিয়ে জোলানির গোষ্ঠীটি বহুজাতিক বা আন্তদেশীয় গোষ্ঠীর বদলে একটি জাতীয় গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়।
২০১৬ সালের জুলাইয়ে বাশার সরকার আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ইদলিবের দিকে চলে যায়। সিরিয়ার এ অঞ্চল তখনো বিদ্রোহীদের দখলে।
২০১৬ সালে জোলানি প্রকাশ্যে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি আল-নুসরা বিলুপ্ত করেন। গঠন করেন নতুন সংগঠন জাভাত ফাতেহ আল-শাম।
২০১৭ সালের শুরুর দিকে আলেপ্পো থেকে হাজার হাজার যোদ্ধা ইদলিবে পালিয়ে আসেন। এ সময়ে বিদ্রোহীদের ছোট ছোট অনেক গোষ্ঠী ও নিজের জাভাত ফাতেহ আল-শাম নিয়ে এইচটিএস গঠন করেন জোলানি।

বাশার আল আসাদের বাসভবনে ব্যাপক লুটপাট

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বিদ্রোহী যোদ্ধাদের রাজধানী দামেস্ক দখলের মুখে রবিবার সকালে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে দেশ ছাড়েন তিনি। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, দামেস্কে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাসভবনে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। বাসভবনটি প্রায় সম্পূর্ণ খালি করে ফেলা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। শত শত মানুষ এলাকাটিতে ভিড় করেছেন। একসময় এটা সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ম্যালকি এলাকায় আসাদের বাসভবন এবং একটি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাসাদ অবস্থিত। সেখানকার বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে তাদের এলাকাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছেন। স্থানীয়দের মতে, লুটপাটকারীরা শহরতলীর লোক, সশস্ত্র বিদ্রোহীরা নয়। তারা অভিযোগ করেন, লুটপাটকারীরা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভবনে প্রবেশ করে সেখান থেকে জিনিসপত্র চুরি করেছে। এই লুটপাটের ঘটনাগুলো দামেস্কে শৃঙ্খলার অভাব এবং বিশৃঙ্খলার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে। স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন যে, এই পরিস্থিতি চোর এবং অপরাধীদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে। আসাদের বাসভবনে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, বিবিসি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লুটপাটের দৃশ্য দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ‘এটা খুবই খারাপ। আমি দুঃখিত।’
এদিকে সিরিয়ার বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্কে ১৩ ঘণ্টার কারফিউ ঘোষণা করেছে। রবিবার স্থানীয় সময় বিকাল ৪টা থেকে পরের দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত কারফিউ চলবে বলে টেলিগ্রামে সামরিক পরিচালনা কমান্ডের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

গোপন সামরিক দ্বীপ ‘ডিয়েগো গার্সিয়ায়’ বন্দি শ্রীলঙ্কান পরিবারের বাঁচার লড়াই

আপনজন ডেস্ক: ডিয়েগো গার্সিয়া গোপন সামরিক দ্বীপ,যেখানে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটি অবস্থিত।সেখানে এক শরণার্থী পরিবারের কঠিন সংগ্রামের গল্প উঠে এসেছে।শান্তি এবং তার পরিবার ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কা থেকে কানাডা যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত এই দ্বীপে এসে আটকা পড়ে। তারা একাধারে একটি সংকীর্ণ ক্যাম্পে থাকার জন্য বাধ্য হয়, যেখানে শর্তগুলো ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং তাদের জীবন ছিল এক ঘেয়ে ও বন্দি দশায়। শান্তি তার পরিবারের সঙ্গে ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে আটকে থাকাকালীন তাদের প্রতিদিনের সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন।শ্রীলঙ্কার তামিল শরণার্থীদের মধ্যে শান্তি ও তার স্বামী সাথে পাঁচ বছর বয়সী ছেলে এবং নয় বছর বয়সী মেয়ে, তিন বছর ধরে এই ক্যাম্পে অবস্থান করেন। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে, তাদের মাছ ধরার নৌকাটি সমুদ্রে দুর্ঘটনায় পড়লে, ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি তাদের উদ্ধার করে ডিয়েগো গার্সিয়ায় নিয়ে আসে। সেখানে তার একটি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় পায়, যেখানে তারা অন্য শ্রীলঙ্কান তামিলদের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। ক্যাম্পে একেবারে পৃথক ও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও, শান্তি ও তার সন্তানদের জন্য কিছুটা স্বাভাবিক জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম ছয় মাস তারা কোনও শিক্ষা পায়নি, তাই শান্তি নিজেই তাদের ইংরেজি শেখানো শুরু করেন।তিনি কিছুটা আনন্দের জন্য নাচ শেখাতেন এবং বাচ্চাদের সাথে ঘরোয়া খেলাধুলা করতেন। তবে, পুরো পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠিন, যেখানে তারা সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিয়মিত নজরদারি চলছিল। শান্তি বলেন, “এটা ছিল একটি খাঁচায় বন্দি জীবন।” ক্যাম্পে তাদের জীবন ছিল একঘেয়ে। খাবারের জন্য সংগ্রাম, স্যানিটেশন সমস্যা, এবং ইঁদুরের উপদ্রবসহ অন্যান্য জীবাণুর কারণে শান্তির পরিবার প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়ত। শান্তি জানিয়েছেন যে, “প্রথম দিন থেকে, আমরা ইঁদুরের সঙ্গে বাস করেছি। তারা আমাদের খাবার চুরি করত এবং মাঝে মাঝে আমাদের সন্তানের গা, হাত, পায়ে কামড়াত।” জীবনের এই কঠিন বাস্তবতা সহ্য করার পর, শান্তি ও তার পরিবার একদিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন পত্র জমা দেয় যাতে তারা নিরাপদ দেশে চলে যেতে পারে। শেষমেশ, তাদের দীর্ঘ অপেক্ষার পর, ২০২৪ সালে তাদের যুক্তরাজ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শান্তি এবং তার পরিবার যখন যুক্তরাজ্যে পৌঁছায়, তখন তাদের জীবনের এক নতুন সূচনা হয়। তবে তাদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত, কারণ তারা যুক্তরাজ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ৬ সেনাসহ নিহত ২৮

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার তিনটি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষে ছয় সেনা সদস্য ও ২২ জন ‘সন্ত্রাসী’ নিহত হয়েছেন। শনিবার দেশটির সামরিক গণমাধ্যম শাখা আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আইএসপিআর এক বিবৃতিতে জানায়, খাইবার পাখতুনখোয়ার থল জেলায় ‘সন্ত্রাসীদের’ একটি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় সেনাবাহিনী। সংঘর্ষে তিন ‘সন্ত্রাসী’ নিহত হয়। তবে তীব্র গোলাগুলির সময় ছয়জন সেনা নিহত হয়েছেন।
এর মধ্যে প্রথম অভিযানটি ট্যাংক জেলার গুল ইমাম এলাকায় পরিচালিত হয়। গোয়েন্দা রিপোর্টে সেখানে খারিজিদের উপস্থিতির খবর পাওয়া গিয়েছিল। এই অভিযানে ৯ জন খারিজি সদস্য নিহত এবং ৬ জন আহত হয়। আহতদের পরবর্তীতে আটক করা হয়। দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় উত্তর ওয়াজিরিস্তানে। সেখানে ১০ জন খারিজি সদস্য নিহত হয়। এছাড়া তৃতীয় সংঘর্ষটি ঘটে থাল জেলায়। খারিজি সদস্যরা তখন একটি নিরাপত্তা চৌকিতে আক্রমণের চেষ্টা করে। এই সংঘর্ষে ৩ জন খারিজি সদস্য নিহত হয়। বিপরীতে ৬ জন সেনা সদস্য প্রাণ হারান। পাকিস্তান আইএসপিআর আরো জানিয়েছে, কেপি এলাকায় খারিজি সদস্যদের নির্মূল করতে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন চলছে।
সংস্থাটি জানিয়েছে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমাদের সাহসী সেনাদের আত্মত্যাগ আমাদের সংকল্পকে আরো শক্তিশালী করেছে।
এই অভিযানের লক্ষ্য অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে খারিজি সদস্যদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম আরও বাড়ানো হয়েছে বলেও জানায় আইএসপিআর।
সম্প্রতি পাকিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং নিরাপত্তা চৌকিগুলোর ওপর সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষত বেলুচিস্তান এবং খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। ২০২২ সালে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একটি নাজুক যুদ্ধবিরতি ভেঙে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালানোর অঙ্গীকার করার পর তাদের হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

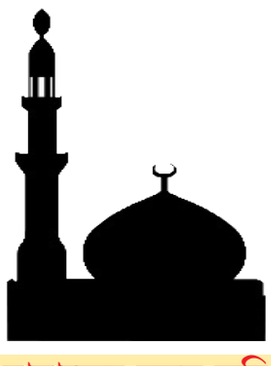

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৯	৬.০৫
যোহর	১১.৩৪	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

জাপানে সাপ্তাহিক ছুটি হতে যাচ্ছে ৩ দিন

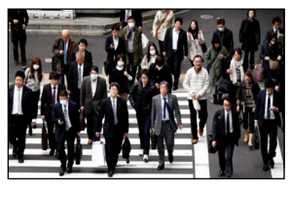

আপনজন ডেস্ক: জাপানে সরকারি চাকরিজীবীদের সাপ্তাহিক ছুটি তিন দিন হতে যাচ্ছে। কর্মীদের জন্য চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। টোকিও মেট্রোপলিটন সরকার জানিয়েছে, কর্মজীবী মায়েদের সহায়তার পাশাপাশি তলানিতে পৌঁছানো রেকর্ড নিম্ন জন্মহার বৃদ্ধির সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলালেন সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ পালিয়ে যাওয়ার পর বিদ্রোহীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ গাজি আল-জালালি।
তিনি ঘোষণা দিয়ে বলেন, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই।
আল-জালালি বলেছেন, আমি সকলকে যৌক্তিকভাবে ভাবার এবং দেশ নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানাচ্ছি।
তিনি বলেন, আমরা বিদ্রোহীদের দিকে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। ইতোমধ্যে তারাও তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, তারা এই দেশের কারও ক্ষতি করবেন না।
এ সময় দেশের জনগণকে সরকারি সম্পত্তি রক্ষার আহ্বান জানান তিনি।
রোববার ভোরে বিমানে করে পালিয়ে যান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। হোমস শহর দখলের পর বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্কে ঢুকতে শুরু করতেই বিমানে করে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে উড়াল দেন তিনি।
যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (এসওএইচআর) জানিয়েছে, দামেস্ক বিমানবন্দর থেকে একটি ব্যক্তিগত বিমান উড্ডয়ন করে। সম্ভবত বাশার আল-আসাদ ওই বিমানে করেই পালিয়েছেন। বিমানবন্দরে সরকারি বাহিনীর সদস্যরা বিদায় জানানোর পর সেটি উড্ডয়ন করে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩৩২ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

অর্থই সকল অনর্থের মূল

প্রবাদ রহিয়াছে–অভাব যখন দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়া পালাইয়া যায়। যদিও ইহার পালটা প্রবাদ রহিয়াছে–অর্থই সকল অনর্থের মূল। তবে সম্প্রতি নোবেলজয়ী বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল কাহনেম্যান তাহার নূতন গবেষণাপত্রে বলিয়াছেন–শুধু টাকাই পারে মানুষের জীবনে প্রকৃত সুখ আনিতে। কাহনেম্যান ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, সুখের অনেক নির্ধারক রহিয়াছে–তাহার মধ্যে একটি হইল অর্থ। আর সেই অর্থই সুখের একমাত্র গোপন চাবিকাঠি–যাহা মানুষের জীবনে সুখ বাড়াইতে সর্বাগ্রে সাহায্য করে। শুধু কাহনেম্যান নহেন, মার্কিন লেখিকা গ্রেচেন রুবিন তাহার 'দ্য হ্যাপিনেস প্রজেক্ট' গ্রন্থে লিখিয়াছেন–'অর্থ দিয়া সরাসরি সুখ কিনা যায় না বটে, তবে অর্থ ব্যয় করিয়া আপনি যে অসংখ্য জিনিস ক্রয় করিয়া থাকেন কিংবা প্রয়োজনের সময় অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য রাখেন–তাহা আপনার ভালো থাকিবার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলায়।' অন্যদিকে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক জো গ্লাডস্টোন বলিয়াছেন, 'ইতিপূর্বে সকল গবেষণায় সার্বিক সুখের সহিত অর্থের সম্পর্ক খুবই কম বলিয়াই দেখা গিয়াছে; কিন্তু আমাদের গবেষণা তাহা ভুল প্রমাণ করিয়াছে। অর্থ থাকিলে মনের মতো যে কোনো পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এই বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানসিক চাহিদা পূরণ হয়, মন ও মেজাজ ভালো থাকে। শুধু তাহাই নহে–অর্থ আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে। সার্বিকভাবে ভালো থাকিবার জন্য তো এই সকল কিছুই প্রয়োজন।' যুক্তরাজ্যের ৭৭ হাজার ব্যাংক লেনদেন পর্যালোচনা করিয়া জো গ্লাডস্টোন তাহার গবেষণায় দেখিয়াছেন–অর্থের তাৎক্ষণিক সহজলভ্যতা জীবনে সন্তুষ্টি আনে।

কিন্তু জীবনের সন্তুষ্টি কি এতই সহজ? পরিশ্রম, সংগ্রাম ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যাহারা জীবনভর অঢেল অর্থ উপার্জন করিয়াছেন–প্রয়োজনের সময় কি তাহার সেই উপার্জন সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগে? সমগ্র জীবন কষ্ট করিয়া আয়-উপার্জন ও সম্পদ তৈরির পর বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়–সেই অর্থ যেন জীবনসংসারের নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়। এই চিত্র অধিক দেখা যায় আমাদের এই উপমহাদেশে। এই জন্য প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাহার 'জীবন সংগীত' কবিতায় বলিয়াছেন–'বলো না কাতর স্বরে/ বৃথা জন্ম এ সংসারে/ এ জীবন নিশার স্বপন,/ দারা পুত্র পরিবার,/ তুমি কার কে তোমার'। ইহার পর কবি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন–'করো না সুখের আশ,/ পরো না দুখের ফাঁস,/ জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,/ সংসারে সংসারী সাজ,/ করো নিত্য নিজ কাজ,/ ভবের উন্নতি যাতে হয়।/ দিন যায় ক্ষণ যায়,/ সময় কাহারো নয়'। হেমচন্দ্র উপমহাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া যাহা বলিয়াছেন–তাহা কি আজও সত্য নহে? যতক্ষণ একজন সফল ব্যক্তির হাতে রহিয়াছে অর্থ ও সম্পদের চাবিকাঠি, ততক্ষণ অবধিই যেন তাহার মূল্য। জ্ঞানীরা বলেন, সংসার রিলে রেসের মতন–সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকে 'ব্যাটন হাতে' সবচাইতে অধিক দৌড়াইতে হয়; কিন্তু যতক্ষণ ব্যাটন হাতে থাকিবে–ততক্ষণই কি কেবল মূল্য? প্রবল শ্রমসহযোগে অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি যে পুরা দলকে সবচাইতে অধিক আগাইয়া দিলেন–ইহার পর তাহার হাত হইতে যখন ব্যাটন অন্যের হাতে চলিয়া গেল–তখন কি তাহার ভালোমন্দ-ইচ্ছা-স্বাধীনতা–সকল কিছু মূল্যহীন হইয়া গেল? এই ক্ষেত্রে স্মরণ করিতে হয় মহামতি চাণক্যের শ্লোক। তিনি বলিয়াছিলেন :'পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।/ কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং।' সহজ বাংলায়–'বিদ্যা কেবল পুথিগত হইলে এবং অর্থ অন্যের নিকট গচ্ছিত থাকিলে, সেই বিদ্যা এবং অর্থ প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে না।'

এমতাবস্থায় আমাদের আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে হেমচন্দ্রের কথায়। তিনি একাংশে বলিয়াছে :'ওহে জীব অন্ধকারে,/ ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;/ অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,/ চিন্তা করে হইও না কাতর।' শেষ কথা হইল–মহান আল্লাহ যাহার কিসমতে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাই হইবে। সুতরাং অধিক চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া কী হইবে?

সিরিয়া থেকে বাশার তো পালালেন, এবার...

সিরিয়ার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হামার প্রাণকেন্দ্রে বিরাট গর্বভরে প্রেসিডেন্ট (?) বাশার আল-আসাদের বাবা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই মূর্তিকে গত শুক্রবার বিদ্রোহীরা টেনে নামাল। এরপর তারা একনায়কতন্ত্রের দর্প গুঁড়িয়ে দিয়ে মূর্তির মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নিয়ে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে শহর ঘোরাল। লিখেছেন **সারফুদ্দিন আহমেদ...**

সিরিয়ার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হামার প্রাণকেন্দ্রে বিরাট গর্বভরে প্রেসিডেন্ট (?) বাশার আল-আসাদের বাবা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই মূর্তিকে গত শুক্রবার বিদ্রোহীরা টেনে নামাল। এরপর তারা একনায়কতন্ত্রের দর্প গুঁড়িয়ে দিয়ে মূর্তির মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নিয়ে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে শহর ঘোরাল। টেলিভিশনে যখন সেই দৃশ্য দেখছিলাম, তখন মনে পড়ছিল, আজ থেকে ৪০০ বছর আগে শেকসপিয়ারের লেখা 'সনেট-৫৫'-এর দুটি লাইন, 'হোয়েন ওয়েস্টফুল ওয়ার শ্যাল স্ট্যাচুস ওভারটার্ন/ অ্যান্ড ব্রোয়েলস রুট আউট দ্য ওয়ার্ক অব ম্যাসোনারি' (যখন বিধ্বংসী যুদ্ধ মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করবে আর দাঙ্গা ইট-কাঠের কারুকার্যময় ভাস্কর্যকে গুঁড়িয়ে দেবে)।

হ্যাঁ, শত শত বছর ধরে যুদ্ধ সব গুঁড়িয়ে দিয়ে আসছে। যুদ্ধে বিজিতের ভাবমূর্তির সঙ্গে তার দম্ভ তুলে ধরা অতিকায় মূর্তিও আক্ষরিক অর্থে উপড়ে ফেলা হয়। এই রীতি অতি প্রাচীন। শাসক যদি হীরক রাজা হয়ে ওঠে, তখন তার অতিকায় মূর্তি স্থাপনের খায়েশ জাগে। আর শেষ পর্যন্ত সেই মূর্তিকে জনতা, নয়তো কোনো না কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে টেনে নামাতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানির হিটলারের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। রোমানিয়ার বিপ্লবে ১৯৮৯ সালে কমিউনিস্ট স্বৈরশাসক নিকোলাই চশেস্কুর মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্যের অবসানের চিহ্ন হিসেবে বিভিন্ন দেশে লেনিন ও স্তালিনের মূর্তি টেনে নামানো হয়েছিল। ২০০৩ সালে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের বিশাল মূর্তি টেনে নামানো হয়েছিল। ২০১১ সালে লিবিয়ায় ৪২ বছরের স্বৈরশাসনের সমাপ্তির প্রতীক হিসেবে ত্রিপোলিতে মুয়াম্মার গাদ্দাফির মূর্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। জিম্বাবুয়েতে তিন দশকের বেশি সময় গদি আঁকড়ে থাকা রবার্ট মুগাবের মূর্তিগুলো ২০১৭ সালে টেনে নামানো হয়েছিল। ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের মার্কিন দালাল সরকারের প্রধান আশরাফ গনিকে আমরা পালিয়ে যেতে দেখেছি। এরপর শ্রীলঙ্কায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশেও কিছুদিন আগে আমরা এই দৃশ্য দেখেছি। জোর করে বড় হতে গিয়ে বড় বড় মূর্তি স্থাপন করলে সে মূর্তি যে শেষ পর্যন্ত রাস্তাঘাটে অবমাননাকরভাবে গড়াগড়ি খায়, তা সত্যিকারের বড় নেতারা বুঝতে পারেন। যেমন পেরেছিলেন কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। তাঁকে বড় করতে গিয়ে যেন কিউবার কোথাও কোনো মূর্তি বসানো না হয়, তা তিনি মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে গেছেন।

এই জিনিস রাশিয়ার মেনে নেওয়ার কথা নয়। রাশিয়া জানে, সিরিয়ার মধ্য দিয়ে পাইপলাইন যদি যায়, তাহলে তার বড় 'কাস্টমার' ইউরোপ হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ কারণে রাশিয়া বাশার আল-আসাদকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছিল। বিনিময়ে বাশার কাতার-টু-ইউরোপ পাইপলাইন বসানোর অনুমতি দেননি। অন্যদিকে শিয়া ইরান শিয়া আসাদ পরিবারকে ভূরাজনৈতিক কারণ ছাড়াও মতাদর্শিক কারণে এত দিন সহযোগিতা করে গেছে।

কিন্তু আচমকা সব উল্টেপাল্টে গেছে। রাশিয়া একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, অন্যদিকে ইরানও ইসরায়েলকে সামাল দিতে গিয়ে, তথা হিজবুল্লাহকে সাহায্য করতে গিয়ে হয়রান হয়েছে। এ সুযোগে সিরিয়ার বিদ্রোহীরা উল্কার বেগে আক্রমণ চালিয়েছে। এই ঝটিকা আক্রমণে বাশার আল-আসাদ দেখেছেন, তাঁর পাশে কেউ নেই। রাশিয়া, ইরান ও তুরস্ক–এই তিন 'মিত্র' কার্যত ময়দান থেকে নাই হয়ে গেছে। ফলে যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। বিদ্রোহীরা একের পর এক শহর ডিঙিয়ে রাজধানী দামেস্কে ঢুকেছে। প্রাণভয়ে বাশার উড়াল দিয়েছেন। কোথায় গেছেন, এখনো জানা যাচ্ছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসংখ্য ভিডিও চিত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। একটিতে দেখলাম, একটি ডাইনিং টেবিলে বিরাট থালায় রাখা খাবার খাচ্ছে কয়েকজন। খাবার টেবিলে বাশারের একটি আবক্ষ মূর্তি। সেই মূর্তির মাথার ওপর একজন এক পাটি জুতা রেখেছেন। বাংলাদেশের কেউ একজন সেই ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'সিরিয়ার গণভবন'। ঘুরপাক খাচ্ছে অনেক প্রশ্ন

এভাবে সিরিয়ায় এমন 'ভূমিকম্প' কেমন করে হলো? কেন রাশিয়া-ইরান আসাদের পাশে দাঁড়াতে পারল না? এখন সেখানে কী হবে? সরকার চালাবে কারা? বিদ্রোহীরা কি আসাদ-সমর্থকদের ওপর গণনিধন চালাবে? এখন সিরিয়ার সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত, নাকি উৎফুল্ল? আপাতত দেশগুলোয় এ ঘটনার কী প্রভাব পড়বে?

এসব প্রশ্ন এখন বিশ্ব-বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে। এসব প্রশ্নের সব কটির জবাব এখনই ঠিকমতো পাওয়া যাবে না। তবে আক্রমণকারী বিদ্রোহী কারা ও এখন সিরিয়ায় তাদের উপস্থিতি কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তা বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। সিরিয়া

পরিস্থিতি বুঝতে হলে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামের যে মুজাহিদ গ্রুপটির নেতৃত্বে এই বিপ্লব হলো, তার নেতা আবু মোহাম্মদ আল-জোলানির ইতিহাস জানা দরকার। এই লোক একসময় আল-কায়েদার সহযোগী গোষ্ঠী আল-নুসরা ফ্রন্টের নেতা ছিলেন। আল-নুসরা আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিল। মাঝপথে আল-কায়েদার সঙ্গে আল-নুসরার আদর্শিক কোন্দল লেগে যায়। আল-কায়েদা সিরিয়ায় কেন্দ্রভিত্তিক একটি ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তবে আল-জোলানি ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেছিলেন, সিরিয়ার পরিস্থিতির জন্য স্বাধীনভাবে লড়াই করার জন্য আল-কায়েদার অধীন থাকা ঠিক হবে না। তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আল-নুসরা ফ্রন্ট আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল-নুসরা যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তালিকায় ছিল, সে কারণে সেই তালিকা থেকে বাঁচতে আল-নুসরা ফ্রন্ট শেষ পর্যন্ত হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামে আলাদা হয়ে যায়। এইচটিএস আল-কায়েদার মতো সিরিয়ার বাইরে যেতে চায়নি। তারা শুধু সিরিয়াতে নিজেদের স্থানীয় রাজনীতি করতে এবং জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি যে সিরিয়ার জনগণের মধ্যে এইচটিএসের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তা দামেস্ক পতনের অনেক আগেই স্পষ্ট হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান চালানোর সময় প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছিলেন, ইউক্রেন দখল করতে রুশ বাহিনীকে বেগ পেতে হবে না। কারণ, ইউক্রেনের মানুষ রুশ ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। পুতিন ও পুতিনের লোকজন বলেছিলেন, ইউক্রেনবাসী রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, তারা রুশ সেনাদের সাদরে গ্রহণ করবে এবং ইউক্রেনের পতন ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ইউক্রেনবাসী ইউরোপীয় ভাবাদর্শে অভ্যস্ত হওয়ায় রাশিয়াকে তারা প্রতিরোধ করেছে এবং এখনো ইউক্রেন রাশিয়ার অধরা থেকে গেছে। কিন্তু এইচটিএসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে আলেপ্পো থেকে হোমস, এমনকি দামেস্ক পর্যন্ত কোনো বড় প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি। কারণ, সিরিয়ার সাধারণ বাসিন্দাদের বেশির ভাগই ভাবাদর্শগত দিক থেকে এইচটিএসের কাছাকাছি এবং বাশার ও তাঁর মতানুসারীদের বিরোধী। এইচটিএস সালাফি মতাদর্শের সুন্নি মুসলমান। সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিরা আদর্শিকভাবে তাদের ঘনিষ্ঠ মনে করে। ফলে যখনই আলেপ্পোর পতন ঘটেছে, তখনই আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিওতে স্থানীয় মানুষকে বিদ্রোহীদের স্বাগত জানিয়ে রাস্তায় নেমে উল্লাস করতে দেখেছি। একই ঘটনা দেখেছি হোমসে এবং সর্বশেষ দামেস্কে। সবচেয়ে বড় চিন্তার যে বিষয় ছিল, সেটি হলো, বিদ্রোহীরা আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ নেবে কি না এবং সেখানে আরেকটি গৃহযুদ্ধ হবে কি না। সংযম ও সংহতির পথে বিদ্রোহীরা, গৃহযুদ্ধ চিরতরে থামবে?

আপাতত স্বস্তির বিষয়, বিদ্রোহীরা এ ক্ষেত্রে খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। বিরোধী গোষ্ঠী বলছে, তারা প্রতিশোধ নেবে না। এইচটিএসের নেতা আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন, দামেস্কে বিরোধী বাহিনীকে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করতে দেওয়া হবে না। এসব প্রতিষ্ঠান 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী' মোহাম্মদ গাজি আল-জালালির তত্ত্বাবধানে থাকবে, যতক্ষণ না সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। সিরিয়ার নেতৃত্ব কে নেবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে জোলানির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা অন্ধকার অতীতের পৃষ্ঠা উল্টে নতুন ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছি। ...মুক্ত সিরিয়া সব ভ্রাতৃপ্রতিম ও মিত্রদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান ও স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক গভীর করতে চায়। আমরা অঞ্চল এবং বিশ্বে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালনের লক্ষ্য রাখব।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমরা সামাজিক ঐক্যকে শক্তিশালী করার এবং সিরিয়ার সমাজের সব উপাদানের জন্য ন্যায্যতা ও মর্যাদার নীতিগুলো নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।'

বিজয়ের উল্লাস করতে গিয়ে কেউ যেন ফাঁকা গুলিও না ছোড়ে, সে বিষয়ে ওই বিবৃতিতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে 'আহমেদ আল শারা' নামে সই করা হয়েছে। এটি আবু মোহাম্মদ আল-জোলানির মা-বাবার দেওয়া নাম। আল-কায়েদার নেতা হিসেবে জোলানি নামটি যেহেতু উচ্চারিত হতো, এই নাম শুনলেই যে কারও যেহেতু আল-কায়েদার কথা মনে পড়বে এবং যেহেতু জোলানি আল-কায়েদার সঙ্গে তাঁর অতীত সম্পর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান, সম্ভবত সে কারণে তিনি আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি নামটি বাদ দিয়ে মা-বাবার দেওয়া আহমেদ আল শারা নামে সব বিবৃতিতে সই করছেন। এইচটিএসের প্রধান বলেছেন, আসাদের অত্যাচারে যেসব সিরীয় নাগরিক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা যে ধর্মের বা যে সম্প্রদায়ের হোক, তাঁরা দেশে ফিরে আসতে পারবেন। তাঁদের নিজেদের ভিটেবাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আসাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পরও মোহাম্মদ গাজি আল-জালালিকে দায়িত্বে রাখার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের ইঙ্গিত দিয়েছে। মোহাম্মদ গাজি আল-জালালি জানিয়েছেন, তিনি দামেস্কে তাঁর বাসভবনে অবস্থান করছেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ঘোষণা সিরিয়ার জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ন্যায্যতার প্রতি বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যতের একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তাদের দৃঢ় অবস্থান প্রদর্শন করছে।

কার লাভ কার ক্ষতি

এ ঘটনা ইরানের জন্য এটি একটি বিশাল আঘাত। এখন তাদের লেভান্ট বা শাম অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের পথ আর থাকবে না। এখন ইরান লেবাননে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিজবুল্লাহর কাছে স্থলপথে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে না। এতে হামাসের মতো ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আসাদের সরকার নিজেদের প্রতিরোধের অক্ষের (অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স) অংশ হিসেবে উপস্থাপন করত। এতে সিরিয়ার দিক থেকে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলো সমর্থন পেত। এখন আর তা তারা পাবে না। ফলে এ ঘটনায় প্রবলভাবে খুশি ইরানের চিরশত্রু ইসরায়েল। ইসরায়েল প্রথম থেকেই সিরিয়ার বিদ্রোহীদের সহায়তা দিয়ে আসছিল। এখন তারা সিরিয়ার এই স্বাধীনতা থেকে ফায়দা তুলবে। এ ঘটনায় তুরস্কের লাভ ও উদ্বেগ–দুটিই আছে। তুরস্ক মনে করে, বিদ্রোহীরা একটি স্থিতিশীল সিরিয়া গড়তে পারলে তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া ৩৫ লাখ সিরীয় শরণার্থী দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এতে তুরস্কের কাঁধ থেকে অনেক বড় বোঝা নেমে যাবে। আর তার উদ্বেগের বিষয় হলো, এতে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) লাভবান হবে। তুরস্ক এসডিএফকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে দেখে। এখন এসডিএফ তুরস্কে থাকা কুর্দিদের এরদোয়ানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে বলে আঙ্কারা চিন্তায় পড়ে যাবে। তবে সব মিলিয়ে দামেস্ক যেভাবে রক্তপাতহীনভাবে আসাদের স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, তা একটি নতুন দৃষ্টান্ত। এটি পুরো অঞ্চলের এবং এর বাইরের দেশগুলোর জন্য স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসবে। কারণ, দেশটি আর গৃহযুদ্ধের গভীরে ডুবে যাবে না। তবে সিরিয়ার এ পরিবর্তন হয়তো শুধু সিরিয়া নয়, পুরো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও কৌশলগত মানচিত্রকেই নতুনভাবে চিত্রিত করতে পারে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে এখনো অনেক দেশেই নানা আদলে স্বৈরশাসন জারি আছে। সেখানেও এ বিদ্রোহের বাতাস সত্যিকারের 'আরব বসন্ত' ডেকে আনতে পারে।

সারফুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক

বেগম রোকেয়া: বাধা না মানা আলোর পথে এক যাত্রী

নায়ীমুল হক

সোনার পিঞ্জরে ধরে রেখো না আমায়, আমারে উড়িতে দাও দূর নীলিমায়।

মহীয়সী বেগম রোকেয়ার ১৪৪-তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁরই লেখা কবিতার দুটি পংক্তি দিয়ে শুরু করলাম। বেগম রোকেয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের সমাজে নারী শক্তি দমিয়ে রাখা হচ্ছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর এগিয়ে যাওয়ায় হাজারো প্রতিবন্ধকতা। নানারকম নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল। কোনো সময়ে সামাজিক রীতির দোহাই, তো কোনো সময়ে ধর্মের দোহাই! তিনি এসবকে খুব একটা আমল দিতেন না। যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করতেন। যুক্তির বাইরে কোনো অনুশাসন মানার ক্ষেত্রে তাঁর আপত্তির কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতেন বেগম রোকেয়া।

তিনি লিখেছেন, আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ক্রমে পুরুষরা আমাদের মনকে পর্যন্ত দাস করিয়া ফেলিয়াছে।... তাহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিয়াছেন।... আর এই যে আমাদের অলঙ্কারগুলি- এগুলি দাসত্বের নিদর্শন। ... কারাগারে বন্দিগণ লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী পরিয়া বলি "মল পরিয়াছি। উহাদের

হাতকড়ী লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত "চুড়ি!"... অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া বলি "হার পরিয়াছি!" গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকা দড়ী" পরায়, আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন। অতএব দেখিলে ভগিনি, আমাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে! ... অভ্যাসের কি অপার মহিমা! নারীদের প্রতি সমাজের হেয় করার এই অভিলাষকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার কথা তিনি বলেছেন। রোকেয়া লিখছেন, পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি-জজ – সবই হইব!.... আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না?

এই যে নারী ক্ষমতায়নের কথা তিনি বারবার বলেছেন, তা কিন্তু কখনো পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার নামে উশৃঙ্খলাকে সমর্থন করে নয় বরং মানুষ হিসেবে নারীর সামগ্রিক বিকাশ তিনি চেয়েছিলেন। এ কথা তাঁর ব্যক্তি জীবন, চরিত্র, কর্মজগৎ ও মনন থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে সার্বিকভাবে আমাদের সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিল, সে যুগে নারীর শিক্ষা, অধিকার অর্জনে তাঁর লড়াই স্মরণ করিয়ে দেয় রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর পরবর্তীতে লেডি অবলা বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলীদের সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাভিমান নিয়ে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ও তা নিজের জীবনে করে দেখানোর লড়াইয়ে বেগম রোকেয়া আজ সুপরিচিত একটি নাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ সমস্ত কিছুর পেছনে তাঁর মৌলিক দুটি চিন্তা কাজ করেছিল, যা প্রায় অনুল্লেখিত। প্রথমটি হল, দেশকে ব্রিটিশদের আগল থেকে মুক্ত করতে নারীকেও এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত শহীদ হওয়ার পর নজরুলের 'ধূমকেতু পত্রিকায়' 'নিরূপম বীর' নামক এক অসামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য রোকেয়া রচনা করেছিলেন। সৌম্য দর্শনধারী, শান্ত অসামান্য বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পর একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?" এই কবিতাটি লেখার পর ব্রিটিশ পুলিশের নজরদারি বেড়ে যায়। বেগম রোকেয়া এ সমস্ত ভ্রুকুটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল ধর্মীয় চিন্তার ভ্রান্ত ধারণাকে অপছন্দ করতেন তিনি। ধর্মের পথ অনুসরণে তাঁর আপত্তি তো ছিলই না, বরং তিনি অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ছিলেন বললেও এতটুকু ভুল বলা হয় না। ধর্মের নামে মনগড়া প্রচলিত রীতির অন্ধ অনুসরণ ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের খড়্গহস্ত। কারবালার প্রান্তরে পাষণ্ড এজিদের অন্যায়-অপশাসনকে তিনি বর্ণনা করেন তাঁর এক লেখনীতে।

এগুলিও সমাজে তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিতে সমালোচিত হয়। কিন্তু এ সবকিছুর অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। 'পিপাসা' প্রবন্ধে পবিত্র কোরআন ও ইসলামী ইতিহাসের কী গভীর অধ্যয়ন তাঁর ছিল, তা বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে নবী পরিবারের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন পরিবারে মর্মান্তিক পিপাসার বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম হোসেন, আলী আকবর, কন্যা সকিনা, ফাতেমা, কাসেম, শহরবানু, জয়নব সবার পানির পিপাসা ও শহীদের বিবরণ মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম হোসেনের পিপাসার বিবরণ দিয়ে বলেন,

"বীর হৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ, ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া-আর কোন যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোন মতে পথ পরিষ্কার করিয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না, পান ত করিলেন না!- যে জলের জন্য আসগর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্যন্ত চুষিয়াছেন- সেই জল তিনি পান করিবেন? না, তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন! বীরের উপযুক্ত কাজ।"

মহীয়সী বেগম রোকেয়া ছিলেন সৎ চিন্তা, কর্ম ও প্রতিজ্ঞায় অদ্বিতীয়া এক নারী। যথার্থই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, লতাপাতা যেমন আপনা-আপনিই আলোকের পানে যাইতে উন্মুখ হইয়া থাকে, যতই বাধা পাক তবুও সেই দিকেই তাহার গতি। বেগম রোকেয়ার জীবনও তেমন-ই। সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনিবার্য সেই গতি, আজও আমাদের যা সত্যের সন্ধান গতিশীল রাখে, অনুপ্রেরণা জোগায়।

প্রথম নজর

সাদা বেলুন হাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার শহরের বুকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন এই শহরের নাগরিকরা। ধর্ম বর্ণ কে ঊর্ধ্বে রেখে সকলেই হাতে পোস্টার ব্যানার আর সাদা বেলুন নিয়ে হেঁটে শান্তির পক্ষে বার্তা দেন। ভারত ও বাংলাদেশের সচিব পর্যায়ে বিদেশ মন্ত্রকের বৈঠকের আগের দিন কলকাতা শহর থেকে দুই দেশে অস্থির পরিস্থিতি মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। বাংলাদেশের খবরগুলি উদ্বেগের বিষয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কেন কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না? মিছিলে কীর্তনের মাধ্যমে শান্তির বার্তা দেওয়া হয়।

মিছিলে অংশ গ্রহণকারীদের হাতে ছিল সাদা রঙের বেলুন। যা কিনা শান্তি আর মৈত্রীর প্রতীক।রবিবার এই প্রশ্ন তুলে উত্তর কলকাতায় মিছিলে পা মেলালেন সব সম্প্রদায়।

নগেন্দ্র মঠ ও মিশন

এবং বাংলা সিটিজেন্স ফোরামের উদ্যোগে এই নাগরিক মিছিল হয়। উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট মোড় থেকে মানিকতলা হয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট পর্যন্ত এই মিছিল হয়। এই মিছিলে পা মেলান তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ। মিছিল থেকে আবেদন জানানো হয় এই বাংলায় কেউ কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। এই মিছিলের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন ,কুণাল ঘোষ সহ সভাপতি, নগেন্দ্র মঠ ও মিশন। অপরদিকে সনাতনীরা বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার দমদম স্টেশন থেকে কালিন্দী বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

মিডিয়া ফোরামের সম্মেলন শিলিগুড়িতে

আমীরুল ইসলাম ● শিলিগুড়ি

আপনজন: কোনন সাংবাদিক ছোট বা বড় হয় না, সবার গুরুত্ব সমান। তাই সাংবাদিকদের সম অধিকার পাওয়ার ভাবনা যথার্থ, এমনটাই মনে করেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী ও কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বুলু চিক বারেক। রবিবার সকালে শিলিগুড়িতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের নর্থ বেঙ্গল জোনের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে সমাজের দর্পণ সংবাদ মাধ্যম। সমাজে জনমত গড়তে বড় চ্যানেলের থেকে কোন অংশে কম নয় ডিজিটাল মাধ্যমের ভূমিকা। সরকারি ভাবে হয়তো তাদের সাংবাদিক স্বীকৃতি নেই, হয়তো তাদের কাছে বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র নেই - কিন্তু তাদের সাংবাদিকতার মান কোন অংশে ছোট নয়। তিনি বলেন, “কোন সাংবাদিক ছোট বা বড় হয় না, সবার গুরুত্ব সমান। তাই সাংবাদিকদের সম

অধিকার পাওয়ার ভাবনা যথার্থ।” প্রসঙ্গত ইতিবাচক বার্তার মাধ্যমে শিল্প বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে রাজ্যের সকল সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের সমাবেশে এই উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা মলয় পীট, ফোরামের উদ্যোক্তা শঙ্কর মন্ডল, শিলিগুড়ির এসিপি সোমনাথ দাস, চেয়ারম্যান এসআই সার্জিক্যাল সঞ্জয় মুখার্জী, সভাপতি অল ইন্ডিয়া ইমাম এসোসিয়েশন মোঃ বাকিবুল্লাহ মোল্ল্যা, প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পী রথীন কিসকু সহ শতাধিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেধা বিকাশ কোচিং সেন্টারের সূচনা ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের সাতুলিয়াতে মেধা বিকাশ কোচিং সেন্টারের সূচনা হল। ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ শনিবার দুপুরে প্রতিষ্ঠান টির উদ্বোধন হয়। কোচিং সেন্টারের ছাদে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের ওসি মিদ্দা ইমাম উদ্দিন, সাতুলিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ গোলাম মঈন উদ্দিন, আব্দুল মোমেন, সাবিনা পারভীন ও রিনকু পাচাল খানসামা, সাইদুল মোল্লা, আব্দুল্লাহ সাঈদ ও সারুপ মল্লিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন মহম্মদ মফিজুল ইসলাম, সাইদুল মোল্লা, তাজমিরা খাতুন, প্রতিবেদক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ক্বেরাত ও গজল পাঠ করা হয়। অতিথিদের বরণ করে নেন মেধা বিকাশ কোচিং সেন্টারের পক্ষে পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, উপদেষ্টা আজাদ আলি ও মিজানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক সুরাজ মোল্লা। কোচিংটির সাফল্য কামনা মোনাজাত করেন ফুরফুরার পিরজাদা লাবিব আবান।কোচিং সেন্টারটিতে প্রথম থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ আলিম, ফাজিল ও কামিলের সমস্ত বিষয় পড়ার সুযোগ থাকছে বলে কোচিং সংশ্লিষ্টরা “আপনজন”কে জানান।

রোকেয়ার জন্মদিনকে ‘বাঙালির শিক্ষক দিবস’-এর স্বীকৃতি দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মহীয়সী রোকেয়ার ১৪৪তম জন্মবার্ষিকী ও ৯২তম প্রয়াণবার্ষিকী পালিত হল ‘ভূমি’র উদ্যোগে। ভূমিপুত্র উন্নয়ন মোর্চা অফ ইন্ডিয়া (BHUMI)-র উদ্যোগে বাঙালির জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হল গত ৮ই ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের পাশে ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাঘরে। অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সাইফুল্লাহ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে ও আরো অনেক গুণীজনরা।

এই বছর ভূমির তরফে থেকে বাঙালির জাতীয় শিক্ষক মহীয়সী রোকেয়া স্মারক সম্মান প্রদান করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ মেরুনা মুর্মু ও বেগম রোকেয়া একাডেমি, বীরভূম এর প্রতিষ্ঠাতা আয়েশা খাতুনকে। রোকেয়াকে নিয়ে গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন এম. রুহুল আমীন। অনুষ্ঠানে ভূমির সদস্যরা ছাড়াও জনা পঞ্চাশেক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ভূমির তরফ থেকে এদিন একটি দাবিপত্র পেশ করা হয় যেখানে ৯ই ডিসেম্বরকে ‘বাঙালির জাতীয় শিক্ষক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে একটি “রোকেয়া চর্চা কেন্দ্র” স্থাপনের আবেদন জানানো হয়। উক্ত দাবিপত্রটিতে আগত সকল অতিথিরা স্বাক্ষর করেন। ভূমির তরফে ডঃ রামিজ রাজা জানান উক্ত দাবি পত্রটি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও রাজ্য সরকারের মুখ্য উপদেষ্টার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কলেজগুলিতে দ্রুত ছাত্র নির্বাচন হবে, বললেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ‘দ্রুত কলেজ গুলিতে ছাত্র নির্বাচন হবে, তবে তার আগে বিরোধীরা প্রত্যেক কলেজে অন্তত একটি ছাত্র ইউনিট তো খুলুন!’ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সাংগঠনিক আলোচনা সভায় যোগ দিতে এসে এভাবেই বিরোধীদের বার্তা দিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, কলেজ গুলিতে ছাত্র নির্বাচন করাতে চলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনিক সভায় যোগ দিচ্ছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। দিন কয়েক আগে আলিপুরদুয়ার থেকেই শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। সেই মতো বালুরঘাট গার্লস কলেজের অডিটোরিয়ামে একটি সাংগঠনিক আলোচনা সভায় যোগ দিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আসেন ছাত্রনেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। যদিও বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলা জুড়ে এই ধরনের কর্মসূচি চলে বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতৃত্বের তরফে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কর্মসূচি সেরে এ দিন উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃনমূল ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচিতে যোগ দেবার কথা রয়েছে তাঁর। পরবর্তীতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ছাত্র সংগঠনের সভায় যোগ দেবার কথা রয়েছে তাঁর। এদিন বালুরঘাট গার্লস কলেজের সাংগঠনিক সভায় যোগ দেবার আগে হিলি কলেজে গিয়ে সেখানকার ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। এবিষয়ে রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, “আমরা ছাত্র নির্বাচন করানোর দিকেই এগোচ্ছি। বিগত দিনে ছাত্রনির্বাচন না হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ‘করোনা’। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্র নির্বাচন খুব দ্রুত হবে। আমি বিরোধীদের অনুরোধ করব আপনারা অনেকদিন তো আওয়াজ তুলেছেন। দয়া করে আপনারা প্রত্যেকটি কলেজে অন্তত একটি ছাত্র ইউনিট তো আগে খুলুন, তারপরে বড় বড় কথা বলবেন।”

১০ হাজার শ্রমিককে শীতবস্ত্র প্রদান করল বনগাঁ আইএনটিটিইউসি

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা ‘আইএনটিটিইউসি’র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো শীত বস্ত্র প্রদান কর্মসূচি । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রায় দশ হাজার খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিকদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় । সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ১৩ হাজার শীত বস্ত্র প্রদান করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র পক্ষ থেকে মৃত তিন শ্রমিকের পরিবারের হাতে পঁচিশ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের ২০২৫ সালের নতুন ক্যালেন্ডার এর উদ্বোধন করেন বিশিষ্টজনেরা । রবিবার বনগাঁ অভিযান সংঘের মাঠে আইএনটিটিইউসি’র শীত বস্ত্র প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল, বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ, নদীয়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী, আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ মৈত্র, জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, সনদ চক্রবর্তী, মনোজ চক্রবর্তী, কৌশিক দত্ত, জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূলের সভাপতি ইমরান হোসেন, জেলা পরিষদের সদস্য শুভজিৎ দাস প্রমুখ। আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ায় কথা মতো বনগাঁ আইএনটিটিইউসি’র শীত বস্ত্র প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত না হতে পেরে মোবাইলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি’র কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করে সভাপতি নারায়ণ ঘোষের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ আইএনটিটিইউসি’র উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার আহ্বান জানান। সাম্প্রদায়িক বিজেপির প্ররোচনায় পা না দিয়ে দেশের তথা রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন রাখার বার্তা দেন গোপাল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নিরবিচ্ছিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।

প্রতিবাদী যুবককে অস্ত্রের কোপ বাসন্তীতে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: প্রতিবাদী এক যুবককে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠলে প্রতিবেশী তিন যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া পঞ্চায়েতের তালদা মাইতি পাড়ায়। দীপঙ্কর বৈরাগী নামে আক্রান্ত যুবক আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তের পরিবার। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর তালদা মাইতি পাড়ার যুবক দীপঙ্কর বৈরাগীর ধানজমিতে ধান কেটেছিলেন। একটি বীজতলা ফেলেছিলেন। জমির পাশে থাকা পুকুরের জলে তা ভে গেলে প্রতিবাদ করেন দীপঙ্কর। অভিযোগ সেই সময় বাপি মাইতি,কিঙ্কর মাইতি, হাসা ওরফে বিশ্বজিত মাইতিরা তিন ভাই মিলে প্রতিবাদী যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযোগ বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি প্রতিবাদী যুবককে ধারালো অস্ত্রদিয়ে তার বাম হাতে কোপ মারে।রক্তাক্ত অবস্থায় ক্ষেতের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করতে থাকে। পালিয়ে যায় তিন ভাই। অন্যদিকে চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে আক্রান্ত যুবকের পরিবারের লোকজন। তারা রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ড্রেন তৈরির সমীক্ষা শুরু হওয়ায় মিষ্টিমুখ কাউন্সিলরকে!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ড্রেনেজ তৈরি হওয়ার কথায় খুশি এলাকাবাসী। পাকা ড্রেনের সার্ভে শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। মিষ্টিমুখ করালেন স্থানীয় কাউন্সিলরকে।

এর আগে ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর হয়েছিলেন, সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির। নামে পৌরসভা হলেও আজও গ্রাম্য পরিবেশ সেখানকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূলের সিম্বলে এই পৌর নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন সুজিত কুমার সাহা। পুর বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের। বিগত দিনে রাস্তা, পানীয় জল ও আলোর সমস্যা অনেকটাই সমাধান করতে পেরেছেন বর্তমান কাউন্সিলর। তবে বৃষ্টিতে জল জমে থাকে এলাকায়। সেই জল নিকাশির জন্য প্রয়োজন পাকা ড্রেন।

ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এলাকায় পাকা ড্রেনের দাবি করেছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর। অবশেষে তার আবেদনে রবিবার দুপুরে সার্ভে শুরু হয় ওয়ার্ডের তেলিপুকুর, সূর্যসেন, কলোনি, জাহাজ ফিল্ড, দক্ষিণপাড়া, কুলদীপ মিশ্র কলোনি সহ বেশ কিছু এলাকায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার পাকা ড্রেনের সার্ভে করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় কাউন্সিলর সুজিত কুমার সাহা সহ ওয়ার্ড কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। ড্রেনের সার্ভে হয় খুশি এলাকার মানুষ। তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী, চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরকে। এলাকার মানুষ কাউন্সিলরকে লাড্ডু খাইয়ে ধন্যবাদ জানান। সুজিত বাবু জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার নিকাশি সমস্যা। বিগত দিনে বিভিন্ন দলের যারা কাউন্সিলর হয়েছিলেন তারা কাজ করেননি।

পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন জায়গায় ড্রেনের আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে রবিবার সেই পাকা ড্রেনের সার্ভে শুরু হয়েছে। তিনি ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ও ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কে। আগামী ২০২৫ সালের সেই ড্রেনের কাজ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, বিডিও

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হয়তো কখনও কোন দুর্ঘটনায় বা রোগ ব্যাধিতে কারোর হাত চলে গেছে আবার কারোর পা। তবুও জীবন সংগ্রামে হার না মেনে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বিশেষভাবে সক্ষম সেই সব ব্যক্তি। তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ এবং ব্যবসায়ী সংগঠন। তাদের উদ্যোগেই হল কৃত্রিম অঙ্গ এবং ক্যালিপার প্রদান অনুষ্ঠান। সেখানেই উপস্থিত হয়ে বিশেষ ভাবে সক্ষম সেই সব ব্যক্তিদের কৃত্তিম অঙ্গ এবং ক্যালিপার প্রদান করে নিজের হাতে পরিয়ে দিতে সাহায্য করলেন আইসি বিডিও এবং মন্ত্রী এক সঙ্গে। যে ছবি নজর কাড়ল সকলের। মুখে হাসি ফুটল বিশেষ ভাবে সক্ষম সেই সব ব্যক্তিদের। রবিবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্ট চেম্বার্স অফ কমার্স ও মারওয়ারি যুব মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুরের শহীদ মোড়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের কৃত্রিম অঙ্গ এবং ক্যালিপার প্রদান।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার্স অফ কমার্সের সদস্য হিমাদ্রী রায়, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী তারকেশ্বর রায় ও সজন আগারওয়ালা প্রমুখ।সেখানে বিডিও আইসি এবং মন্ত্রীকে দেখা যায় তারা নিজের হাতে বিশেষভাবে সক্ষম সেই সব ব্যক্তিদের কৃত্তিম পা পড়িয়ে দিচ্ছেন। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ৬৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে কৃত্রিম অঙ্গ এবং ক্যালিপার প্রদান করা হয়।এই কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান ২০২১ সালেও করা হয়েছিল।

জনসংযোগে বিধায়ক

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের জনসংযোগ যাত্রা শুরু করল কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার ।রবিবার দিন সকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কুলপি ব্লকের ঢোলা থানার ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি গ্রামে ঘুরে দেখেন বিধায় ক এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন গ্রামের মানুষ লক্ষী ভান্ডার রাস্তা আবাসের ঘর নিয়ে বিধায়ককে বিষয়টি খুলে বলেন বেশ কিছু সমস্যা কথা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে শোনেন সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য আশ্বাস দেন বিধায়ক পাশাপাশি এলাকার কি কাজ হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই সব

এলাকায় ক্ষতিও দেখেন বেশিরভাগ পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রাস্তা ও গভীর নলকূপ বসানোর কাজ হয়েছে বলে জানালেন বিধায়ক তবে এখনো অনেক কাজ বাকি আছে সেই কাজগুলোকে করা হবে। পাশাপাশি এদিন বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার বলেন, রাস্তা উপরে বেশি জোরে দেওয়া হচ্ছে রাস্তার কাজগুলো যাতে দ্রুত গতিতে হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জুম্মা মসজিদের উদ্বোধন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানার হরহরিয়া গ্রামের ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের একটি নতুন জুম্মা মসজিদের সেই মত শুক্রবার বৃক্ষরোপণ ও জুম্মার নামাজের মধ্যদিয়ে জুম্মা মসজিদের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্য ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ও ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব গনের পাশাপাশি উক্ত জুম্মা মসজিদের ইমাম সহ মসজিদ কমিটির সকল সদস্য গণ।এদিনের মসজিদ উদ্বোধনে আল্লাহুর কাছে হাত তুলে দোয়া করেন সকলে। নতুন জুম্মা মসজিদ পেয়ে খুশি এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

জয়নগরে রক্তদান শিবিরে সায়ন্তিকা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: অসুস্থ রোগীর জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন দু ফোঁটা রক্তের।দাম দিয়ে যার তুলনা করা যায় না।তাই তো সারা বছর বহু রক্তদান শিবির হয়।রবিবার বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলপাড়া গ্রাম বাসীদের উদ্যোগে বিলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী তথা বিধায়িকা সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,তৃনমূল কংগ্রেসের জয় হিন্দ বাহিনীর জেলার সহ সভাপতি রাজু লস্কর,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,প্রধান আম্বিয়া লস্কর,সদস্য সাহারুল সাফুই, সালাম,ডা: মানস সাহা সহ আরো অনেকে। এদিন ৫ শতাধিক মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসেন এই শীতের মধ্যেও।

খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করল পুলিশ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: কেউ বাজার করতে গিয়ে, কেউবা গাড়ি চালানোর সময় পড়ে গিয়েছে কারো আবার বাড়ির ভেতরে থেকে চুরি গেছে মূল্যবান তথা নামিদামি কোম্পানির মোবাইল। রুটিন মাফিক জেনারেল ডাইরি করতে হয় থানায় তাই করা হয়েছে। তবে এমন সখের জিনিস যে ফেরত পেতে পারে তা কল্পনার অতীত। নামিদামি কোম্পানির মোবাইল হারিয়ে যাওয়ায় আফশোস হয়। তাই হা পিত্যেস না করে হারানোর ব্যাথা একসময় ভুলে যেতে হয়। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার সেই ব্যাথা থেকে ফের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে যখন জেলা পুলিশের সৌজন্যে মোবাইল ফেরত পাওয়া যায়। সেরূপ রবিবার বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সদাইপুর থানার প্রচেষ্টায় এলাকার বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া নামিদামি কোম্পানির ১৮ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।

এমবাপ্পের ২০০ আর বেলিংহামের পাঁচে ৫

আপনজন ডেস্ক: জয়টা এসেছে সহজেই। রিয়াল মাদ্রিদ জিরোনাকে তাদেরই মাঠে হারিয়েছে ৩-০ ব্যবধানে। জয়টাও এসেছে এমন দিনে, যখন লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা বার্সেলোনা ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছে। রিয়াল এক ম্যাচ কম খেলায় বার্সাকে টপকে যাওয়ার সুযোগও এখন হাতের নাগালে। তবে লা লিগায় রিয়ালের কাল রাতের জয়ে সন্তুষ্টির বড় জায়গা কিলিয়ান এমবাপ্পে ও জুড বেলিংহামের একসঙ্গে জেগে ওঠা। মাদ্রিদে এমবাপ্পের কাছ থেকে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স না পাওয়ার পেছনে যে সব বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছিল, তার একটি বেলিংহামের সঙ্গে এমবাপ্পের রসায়ন না ঘটা। মাঠে এমবাপ্পের কোনো বন্ধু নেই, বেলিংহাম তাঁকে এড়িয়ে চলেন–দু দিন আগেই এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন সাবেক ফ্রান্স ও আর্সেনাল মিডফিল্ডার এমানুয়েল পেতিত। জিরোনার বিপক্ষে জয়ে ৩৬ মিনিটে রিয়ালের প্রথম গোলটি করেছেন বেলিংহাম। এটি ছিল লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে বেলিংহামের পঞ্চম গোল। গত মৌসুমে ২৮ ম্যাচে ১৯ গোল করা এই মিডফিল্ডার এ বছর প্রথম থেকে ছিলেন গোলখরায়। প্রথম গোল পেয়েছেন গত ১১ নভেম্বর ওসাসুনার বিপক্ষে নিজের অষ্টম ম্যাচে। এর পর একটি করে গোল করেছেন লেগানেস, হেতাফে, অ্যাথলেটিক বিলবাও ও জিরোনার বিপক্ষে। বেলিংহাম জিরোনার বিপক্ষে গোল করার পাশাপাশি একটি করিয়েছেনও। ৫৫ মিনিটে আর্দা গুলেরের গোলে অ্যাসিস্ট ছিল তাঁর। রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি অবশ্য বেলিংহামকে বেশিক্ষণ মাঠে রাখেননি। চোটশঙ্কায় ৬০ মিনিটে তাঁকে মাঠ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। গোলদাতার খাতায় নাম লিখিয়েছেন এমবাপ্পেও। ২৫ বছর বয়সী এই ফরাসি ফরোয়ার্ড ৬২তম মিনিটে যে গোলটি করেছেন, সেটি রিয়ালের হয়ে লিগে তাঁর নবম গোল। এই গোলে শীর্ষ স্তরের লিগে ২০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এমবাপ্পে। ২০১৫-১৬ মৌসুমে মোনাকোয় ক্যারিয়ার শুরু করা এমবাপ্পে ক্লাবটির হয়ে ৪১ ম্যাচে করেছিলেন ১৬ গোল। এরপর পিএসজিতে ৭ মৌসুমে ২০৫ ম্যাচে লিগ গোল ১৭৫টি। ২০০তম গোল করা ম্যাচের শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি নিজের ভালো লাগার অনুভূতি জানিয়েছেন এমবাপ্পে। তবে বেলিংহামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অস্বস্তিকর এক প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয়েছে। গত সপ্তাহে রিয়াল-বিলবাও ম্যাচের পর বেলিংহামের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে ইংলিশ মিডফিল্ডারকে এমবাপ্পের বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এরপর পেতিতের ওই মন্তব্য তো আছেই। এমবাপ্পে অবশ্য সতীর্থ হিসেবে বেলিংহামের প্রশংসাই করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ টিভির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, 'সে বড়মাপের খেলোয়াড়। মাদ্রিদে উঁচু মানের ফুটবলারদের সঙ্গে খেলতে পারাটা আনন্দের। জুড (বেলিংহাম) আজ খুবই ভালো খেলেছে।' লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। ১ ম্যাচ কম খেলে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

ভারতকে হারাতে কখনো এত কম বল লাগেনি অস্ট্রেলিয়ার

আপনজন ডেস্ক: অ্যাডিলেড ওভালের গ্যালারিতে হাজির ছিলেন ৩৩ হাজার ১৮৪ দর্শক। টিকিট সারা দিনের জন্য হলেও তারা খেলা দেখতে পেরেছেন মোটে ২ ঘণ্টা। তবে ৩৩ হাজার দর্শকের মধ্যে যারা অস্ট্রেলিয়ান, সময়টা তাদের ভালোই কেটেছে। ওই ঘণ্টা দু-একের মধ্যেই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস গুড়িয়ে দিয়ে ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছে প্যাট কামিন্সের দল। সেই সঙ্গে পাঁচ টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে নিয়ে এসেছে ১-১ সমতা। আজ তৃতীয় দিনের খেলায় ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ ৫ উইকেটে মাত্র ৪৭ রান করে অলআউট হলে জয়ের জন্য মাত্র ১৯ রানের লক্ষ্য পায় অস্ট্রেলিয়া। দুই ওপেনার উসমান খাজা ও নাথান ম্যাকসুয়েনি সেটা তুলে নিয়েছেন ২০ বলে। তৃতীয় দিনে প্রথম সেশনে শেষ হওয়া ম্যাচটিতে সব মিলিয়ে খেলা হয়েছে মোটে ১০৩১ বলে। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের দ্বিপক্ষীয় লড়াইয়ে যা সবচেয়ে কম বলের ম্যাচ। অ্যাডিলেড ওভালে ভারতকে হার চোখরাঙানি দিয়েছে গতকাল দ্বিতীয় দিনেই। তবে ঋষভ পন্ত আর নীতিশ রেড্ডি অপরাজিত ছিলেন বলে লড়াইয়ের আশাও ছিল ভারতীয় দলে। ৫ উইকেটে ১২৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শেষ করা পন্তরা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন ২৯ রানে। এই রান শোধ করে যতটা সম্ভব লিড নিলেই বোলারদের জন্য লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে–এমনটাই ছিল ভাবনা। কিন্তু লড়াইয়ের জন্য পুঁজি জোগাড় পরে, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রান শোধ করতেই রীতিমতো অলআউটের অবস্থা হয় ভারতের। দিনের পঞ্চম বলে কোনো রান যোগ না করেই মিচেল স্টার্কের বলে স্লিপে স্মিথের হাতে ক্যাচ পন্ত। কিছুক্ষণ পর প্যাট কামিন্স যখন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও হর্ষিত রানাকে তুলে নন, তখনো ৪ রানে পিছিয়ে ভারত। ইনিংস হারের শঙ্কা জেগে ওঠা ওই অবস্থা থেকে ভারতকে উদ্ধার করেন নীতিশ রেড্ডি। স্কট বোলান্ডকে ৪ চার আর কামিন্সকে ৬ মেরে দলকে নিয়ে যান লিডের পথে। তবে কামিন্সকে ছক্কা মারার পরের বলেই ম্যাকসুয়েনিকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন নীতিশ। তাঁর ৪২-ই ভারতের ইনিংসের সর্বোচ্চ। কোনো ব্যাটসম্যানই ফিফটি করতে পারেননি–ভারত সর্বশেষ এমন ইনিংস দেখেছে ২০২১ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। ৫ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৫ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সএএফপি নীতিশকে ফিরিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারে ১৪তম বারের মতো ইনিংসে পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে নেওয়া তিন বোলারের মধ্যে বোলান্ড নেন ৩ উইকেট, স্টার্ক ২টি। দ্রুত ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়াও রান তাড়ায় দেরি করেনি। সব মিলিয়ে পুরো ম্যাচে খেলা হয়েছে ১০৩১ বল। এত কম বলে অস্ট্রেলিয়া কখনো ভারতকে হারায়নি। দুই দলের লড়াইয়ে এর আগে সবচেয়ে কম বলের ম্যাচ ছিল ২০২৩ সালের ইন্দোর টেস্ট–১১৩৫ বল। পার্থে ২৯৫ রানে হেরে হেরে যাওয়া কামিন্সের দল এখন ১০ উইকেটের জয় নিয়ে পরের টেস্ট খেলতে নামবে ১৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত: ১৮০ ও ১৭৫ (রেড্ডি ৪২, গিল ২৮, পন্ত ২৮; কামিন্স ৫/৫৭, বোলান্ড ৩/৫১, স্টার্ক ২/৬০)। অস্ট্রেলিয়া: ৩৩৭ ও ১৯ (ম্যাকসুয়েনি ১০*, খাজা ৯*; বুমরা ০/২)। ফল: অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ট্রাভিস হেড। সিরিজ: পাঁচ টেস্টের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া-ভারত ১-১ সমতা।

ক্লাব বনাম ইনভেস্টর সমস্যা নিয়ে মহামেডানের অন্দরে চোরাস্রোত বইছে

আপনজন ডেস্ক: শনিবার সংস্থার স্যোশাল মিডিয়াতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "শুক্রবার ক্লাবের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে যে ভিত্তিহীন অভিযোগটি তোলা হয়েছিল বাঙ্কারহিল কর্মীদের নিয়ে, তার নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাবের কাছে এই মন্তব্যের সপক্ষে নির্দিষ্ট প্রমাণ চাওয়া হচ্ছে। কারণ, তাদের এমন ধরনের মন্তব্যে আমাদের সংস্থা এবং সেখানকার কর্মীদের মানহানি হয়েছে।" আর বাঙ্কারহিল ডিরেক্টরের এই পোস্টের পর কার্যত, শোরগোল পড়ে যায়। শুধু তাই নয়, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ক্লাবের তরফ থেকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতেও বলা হয়েছে সেই নোটিসে। আসলে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল কয়েকদিন আগে। শ্রাচী স্পোর্টসের কর্তা রাহুল টোডি এবং তমাল ঘোষালকে পাশে নিয়ে মহামেডান সভাপতি আমিরউদ্দিন ববি এবং কার্যকরী সভাপতি কামারউদ্দিন একটি সংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানেই একটি প্রশ্নের উত্তরে মহামেডান সভাপতি আমিরউদ্দিন ববি জানান, "শ্রাচী গ্রুপকে ভুল পথে পরিচালিত করে সেখান থেকে অর্থ নিচ্ছে অন্য ইনভেস্টার বাঙ্কারহিলের কিছু লোক।" অন্যদিকে, সাদাকালো ব্রিগেডের সভাপতি সেইদিন একটি জায়গায় বলেন, "বাঙ্কারহিলের কিছু লোকজন যুক্ত ছিল, তাদের কাছ থেকে হিসাবপত্র চেয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই এসেছে আমাদের হাতে। কোনও আইনি পদক্ষেপ যদি নেওয়া হয়, তাহলে আমরা সেটা নেব। ভাববেন না ক্লাবকে এইভাবে হেনস্থা করা হবে। ফলে, এইভাবে চললে ইনভেস্টর চলে যাবে। প্রয়োজনে লিগাল সেলের মাধ্যমে এফএইআর করা হবে। ভুল পথে চালিত করে যেভাবে অর্থ নেওয়া হয়েছে তা একেবারেই ছাড়ছি না আমরা।" যদিও পুরো বিষয়টিই দিনের শেষে দুই ইনভেস্টর পক্ষের। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এর প্রভাব আবার দলের খেলায় না পড়ে যায়।

ক্যানিং স্টেডিয়ামে এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করবেন ভাইচুং ভুটিয়া

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং
আপনজন ডেস্ক: আগামী ২১ ডিসেম্বর ক্যানিং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এমএলএ কাপ ২০২৪ ফুটবল টুর্ণামেন্ট।টুর্ণামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি দল অংশগ্রহন করবে।টুর্ণামেন্ট চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। 'এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০২৪' এর আনুষ্ঠানিক ভাবে সুচনা করবেন প্রখ্যাত ভারতীয় ফুটবলার ভাইচুং ভুটিয়া। উল্লেখ্য ফুটবল মহারণের আগেই রবিবার মাঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস।ফুটবল প্রেমী উৎসুক দর্শকদের জন্য তিনি জানিয়েছেন, ক্যানিং স্টেডিয়ামে '২০২৪ এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের সুচনা করবেন ভাইচুং ভুটিয়া। পাশাপাশি দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থিত থাকবেন আফরিন রানা।'

বাম আমলে খেলাধুলা শেষ হয়ে গেছিল, এখন আবার ফিরে এসেছে: অনুব্রত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম
আপনজন: রাজনগর ব্লকের খোদাইবাগ মাসুম স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় গত ৪ই ডিসেম্বর পাঁচ দিন ব্যাপী ফুটবল খেলার শুভ সূচনা হয়।শুভসূচনা করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ।সেই সাথে ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু। রবিবার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় রাজনগর ব্লকের সাকির পাড়া বনাম শীর্ষা ফুটবল দল ।ফলাফলে সাকির পাড়া চার এক গোলের ব্যবধানে বিজয়ী ঘোষিত হয়। সেই খেলা ঘিরে লোকসমাগম ছিল মাঠের আনাচে কানাচে।বীরভূম বর্ধমান ও ঝাড়খণ্ড এলাকা সহ মোট ষোলোটি দল খেলায় অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার স্বরূপ বিজয়ী দলের হাতে এক লক্ষ টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে ৭৫ হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ম্যান অব দ্যা ম্যাচ,ম্যান অব দ্যা সিরিজ এবং বেস্ট ডিফেন্সকে পুরস্কৃত করা হয় বলে যৌথ ভাবে জানালেন খোদাইবাগ মাসুম স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারি শেখ আলী ও সভাপতি শেখ নুরুল জমাদার। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, রাজনগর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু, রাজনগর বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর থানার ওসি ঝুমুর সিনহা, রাজনগর বিদ্যুৎ বিভাগের স্টেশন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ নন্দী সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অনুব্রত মণ্ডল বলেন বাম আমলে খেলাধুলা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বর্তমানে ফের খেলাধুলা ফিরে এসেছে। ক্লাব ও মাঠের উন্নতির জন্য উদ্যোক্তাদের পাশে আছেন বলে জানান অনুব্রত মণ্ডল। পাশাপাশি শহরের থেকে গ্রামাঞ্চলে খেলাধুলা অনেকাংশে বেড়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

'শামির জন্য দরজা খোলা,' অ্যাডিলেড টেস্টে হারের পরেই বার্তা রোহিতের

আপনজন ডেস্ক: রবিবার অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের হারের পরেই মহম্মদ শামিকে নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত শর্মা। সতীর্থ সম্পর্কে ভারতের অধিনায়ক বলেছেন, 'ওর জন্য অবশ্যই দরজা খোলা আছে। আমরা এখন ওর ফিটনেসের দিকে নজর রাখছি। কারণ, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলার সময় ওর হাঁটু ফুলে গিয়েছিল। এর ফলে ওর এখানে এসে টেস্ট ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি ধাক্কা খেয়েছে। আমরা ওর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। আমরা ওকে এখানে এনে খেলিয়ে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে চাই না যাতে ও ফের চোট পায়। আমরা ওর বিষয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হয় তারপরেই এখানে নিয়ে আসতে চাই। কারণ, ও দীর্ঘদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলেনি। আমরা ওর উপর চাপ তৈরি করতে চাই না।' বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে ভালো পারফরম্যান্স দেখানোর পরেই শামির জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। রঞ্জি ট্রফির পর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও ভালো বোলিং করেছেন শামি। এই পেসার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের শেষ ২ ম্যাচে খেলতে পারেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে এই পেসার। তিনি গোড়ালির চোট সারাতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবে ছিলেন শামি। তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে বোলিং করলেও, এখনও ১০০ শতাংশ ফিটনেস ফিরে পাননি। এই কারণেই জাতীয় দলে ফেরা পিছিয়ে যাচ্ছে। রোহিত ইঙ্গিত দিয়েছেন, ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে উঠলেই জাতীয় দলে ফিরবেন শামি। মেলবোর্ন ও সিডনিতে খেলতে পারেন এই পেসার।

বসিরহাটে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতায় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা বেডস পরিবারের

এহসানুল হক ● বসিরহাট
আপনজন: বেডস পরিবারের পক্ষ থেকে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতন অনুষ্ঠান বসিরহাটের খোলাপোতায়। রবিবার সকাল ১০ টা থেকে বসিরহাটের প্রান্তিক ময়দান হতে অনুষ্ঠানকে ঘিরে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , বসিরহাটের বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক, ছিলেন মাটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক, বসিরহাটের বিশিষ্ট সমাজসেবী বাদল মিত্র, হাড়োয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, উপস্থিত ছিলেন বেস পরিবারের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ছিলেন চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। প্রান্তিক ময়দান হতে চাঁপাপুকুর হয়ে খোলাপোতায় এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা। তারপর পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী অংশ নেয়। তারপর বেলা বারোটা নাগাদ মাটিয়া থানার অন্তর্গত খোলাপোতা তপবন পাঠ মন্দিরের অডিটোরিয়ামে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। এদিন আব্দুল খালেক মোল্লা বলেন, এই সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা সমাজের কাজ করছে। আমার খুব ভালো লেগেছে, আমিও এই সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত। অসহায় মানুষদের পাশে রয়েছে এই সংগঠন। আপনাদের বলব মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হলে এই রকম সংগঠনের সঙ্গে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। আজকে এই অনুষ্ঠানকে আমি সাফল্য কামনা করি। এদিন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাদল মিত্র বলেন, আমি বলবো ওরা শুধু বসিরহাটে নয় সারা জায়গায় সংগঠনটি কাজ করে চলেছে। আজকে তারা খুব ভালো অনুষ্ঠান করেছে। রকম একটা অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি চাই এই সংগঠন আরও এগিয়ে যাক আমি ওদের পাশে রয়েছি। সংগঠনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম বলেন, থ্যালাসেমিয়া মানুষের একটা বড় ব্যাধি, এই থ্যালাসেমিয়াকে নির্মূল করতে আমাদের প্রয়াস। থ্যালাসেমিয়াকে সামনে নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা প্রচার অভিযান। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজ বসিরহাট থেকেই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আলিঙ্গন ক্লাবের ফুটবল অনুষ্ঠানে ফুটবল তারকা জোস ব্যারট

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা: হা:
আপনজন: ফুটবল উৎসবে পায়ের জাদুতে ডায়মন্ড হারবার মাতালেন জোস ব্যারেটো। রবিবার ডায়মন্ড হারবার আলিঙ্গন ক্লাবের ৩২ তম ফুটবল উৎসবের ফাইনাল খেলা উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার নেতাজী ময়দানে আসেন ফুটবলার জোস ব্যারেটো। মাঠে দর্শকদেরকে তার নিজের পায়ের জাদু দেখানোর পাশাপাশি ফুটবল উৎসব উপভোগ করেন তিনি। দক্ষিন ২৪ পরগনার ঐতিহ্যবাহী ফুটবল উৎসব আলিঙ্গন ক্লাবের ফুটবল উৎসব। যা দেখতে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় জমান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, এস ডিপিও সাকিব আহমেদ , ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস ও ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি, আলিঙ্গন ক্লাবের সম্পাদক বাকিবিল্লাহ ও গেম সেক্রেটারি সাবির আহমেদ ভূপতি ছিলেন। আটটি দলের খেলা হয় যেখানে প্রতিটি দলের দুজন করে বিদেশি প্লেয়ার ছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলা অনুষ্ঠানে ফুটবল তারকা ব্যারঠ উপস্থিত হয়ে ফুটবল প্রেমিক মানুষদেরকে হাত নাড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে পাশাপাশি মোহনবাগান কে নিয়ে তিনি স্লোগানও দেন। এদিন মাঠে উপস্থিত হয়ে দর্শক দেখে আপ্লুত ফুটবল তারকা ব্যারোটর তিনি বলেন গ্রাম বাংলা এইসব মানুষগুলো আছে বলে ফুটবল আজ এত জনপ্রিয় গ্রামের ছেলেদের কে ফুটবল খেলাবেন আগামী দিনের জাতি ভারতের। তারা প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**